অধ্যায়-১২: নৌ বিমা

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ এমভি সাগরকন্যা নামে একটি জাহাজ ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ছেড়ে রিয়াদ বন্দরে যাবে বলে নৌ বিমার চুক্তিপত্রে লেখা ছিল। কিন্তু কোনো এক কারণে জাহাজটি ৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে যাত্রা করে। তারপর জাহাজের ক্যাপ্টেন নিজের ইচ্ছানুযায়ী যাত্রাপথ পরিবর্তন করেন। চলতে চলতে এক পর্যায়ে সমুদ্রের গভীরে থাকা একটি হিমবাহতে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করতে অপরাগতা প্রকাশ করে। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. জাহাজ বিমা কী? ১

খ. সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপণ কেন করা হয়? ২

গ. এমভি সাগরকন্যাকে কোন ধরনের নৌ বিপদ মোকাবিলা করতে হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানিটি বিমা দাবি প্রত্যাখানের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত জাহাজের সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে যে বিমা করা হয় তা হলো জাহাজ বিমা।

খ সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা অন্যবিধ কারণে বিপদগ্রস্ত জাহাজকে হালকা করার জন্য পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।

পণ্য নিক্ষেপ শুধু জাহাজ ও এর অধিকাংশ মালামালকে বিপদমুক্ত করার প্রয়োজনেই করা হয়ে থাকে। যা মানুষ সৃষ্ট বা অপ্রাকৃতিক বিপদ হিসেবে দেখা হয়। তবে সামুদ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে পণ্য নিক্ষেপ আংশিক ক্ষতির সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের এমভি সাগরকন্যাকে প্রাকৃতিক নৌ বিপদ মোকাবেলা করতে হয়েছে।

সমুদ্রপথে জাহাজ চলাকালে প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাসমূহ হলো প্রাকৃতিক বিপদ। আকস্মিকভাবে এ ধরনের বিপদ ঘটায়, সতর্ক হওয়ার পূর্বেই অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হতে হয়।

উদ্দীপকে এমভি সাগরকন্যা নামের একটি জাহাজ সমুদ্রে চলাচলকালে সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত একটি হিমবাহতে ধাক্কা লাগে। যার ফলে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে সাগর কন্যা জাহাজটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, যা নৌ বিমার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিপদের আওতাভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে নৌ বিমার ব্যক্ত শর্তাবলি ভঙ্গ হওয়ায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক এমভি সাগরকন্যার বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করা যৌক্তিক হয়েছে।

নৌ বিমা একটি লিখিত আনুষ্ঠানিক চুক্তি। চুক্তিপত্রে উলে-খ্য শর্তসমূহ বিমাপত্রের জন্য ব্যক্ত শর্তাবলি। এটি ভঙ্গের কারণে বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।

উদ্দীপকের এমভি সাগরকন্যা নামে একটি জাহাজ নৌ বিমাপত্রের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তবে চুক্তিপত্রে জাহাজটি ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ছেড়ে রিয়াদ বন্দরে যাবে বলে উলে-খ ছিল। কিন্তু জাহাজটি ৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে যাত্রা শুর" করে। পথিমধ্যে সমুদ্রে নিমজ্জিত হিমবাহতে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিমাপত্রে উলি-খিত সমুদ্রযাত্রার তারিখ বিমাপত্রের জন্য একটি লিখিত শর্ত। অর্থাৎ যাত্রার তারিখ উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয় এবং তা চুক্তিপত্রে লিখিত থাকে। এই শর্ত ভঙ্গ হলে বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার রাখে। তাই উলে-খ্য তথ্য বিশে-ষণে বলা যায়, বিমা কোম্পানির বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ কর্ণফুলি কোম্পানি লি. ৪৫ কোটি টাকা দামের একটি জাহাজ 'X', 'Y', 'Z' তিনটি বিমা কোম্পানির নিকট সমানমূল্যে বিমা করে। জাহাজটি অন্য একটি জাহাজের সাথে ধাক্কা লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মেরামত করতে ৯ কোটি টাকা খরচ হয়। কর্ণফুলি কোম্পানি লি. 'X' বিমা কোম্পানির নিকট থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ আদায় করে। পরবর্তীতে 'X' বিমা কোম্পানি 'Y' ও 'Z' বিমা কোম্পানির নিকট থেকে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। *[রা. বো.; কু. বো. ১৭]*

ক. নৌ বিমা কী? ১

খ. নৌ বিমা চুক্তিকে কেন ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কর্ণফুলি কোম্পানি লি. কোন ধরনের বিমা করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'X' কোম্পানি কর্তৃক 'Y' ও 'Z' বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌ বিমা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের চুক্তি যেখানে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী নৌযাত্রায় ব্যবহৃত জাহাজ বা জাহাজে রক্ষিত পণ্য সামগ্রীর কোনো ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার প্রদান করে।

খ যে বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাগ্রহীতাকে শুধু ক্ষতিপূরণ দেয় তাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

নৌ বিমা চুক্তিতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে। তবে শুধু যতটুকু ক্ষতি হয় নৌ বিমা তা পূরণ করে বিধায় একে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে কর্ণফুলী কো. লি. বৃহৎ ঝুঁকির বিমা করেছে।

এই বিমাপত্রের ক্ষেত্রে একাধিক বিমা কোম্পানি একত্রিত হয়ে বৃহৎ অঙ্কের নৌ বিমার দায়িত্ব গ্রহণ করে। উক্ত বিমা কোম্পানিগুলো চুক্তি অনুযায়ী দায় পরিশোধে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে কর্ণফুলী কোম্পানি ৪৫ কোটি টাকার একটি জাহাজ তিন বিমা কোম্পানির (X, Y, Z) কাছে বিমা করে। এখানে প্রতিটি বিমা কোম্পানির নিকট সমানমূল্যে বিমা চুক্তি করা হয়েছে। তাই বিমাকৃত জাহাজটির ক্ষতি হলে তিনটি বিমা কোম্পানি সমানভাবে ক্ষতিপূরণ বহন করবে। সাধারণত বৃহৎ ঝুঁকির বিমাপত্রের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিমা কোম্পানি একত্রিত হয়ে একটি বিমা চুক্তি করে থাকে। এখানেও তিনটি বিমা কোম্পানি একত্রিত হয়ে ৪৫ কোটি টাকার বিমাচুক্তি করেছে। সুতরাং বলা যায়, কর্ণফুলী কোম্পানি বৃহৎ ঝুঁকির বিমা করেছে।

ঘ নৌ বিমার আনুপাতিক অংশগ্রহণের (Proportionate contribution) নীতি অনুযায়ী 'X' কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে যা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

এই নীতি অনুযায়ী একটি সম্পত্তি একাধিক কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে প্রতিটি কোম্পানি আনুপাতিক হারে ঐ সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে।

উদ্দীপকে তিনটি কোম্পানি একত্রিত হয়ে কর্ণফুলী কোম্পানির সাথে জাহাজের জন্য বিমাচুক্তি করে। জাহাজটির সাথে অন্য জাহাজের ধাক্কা লাগার কারণে ৯ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। 'X' কোম্পানি সম্পূর্ণ ৯ কোটি টাকা

ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীতে সেটি অন্য দুটি কোম্পানির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে।

এখানে প্রতিটি বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে কর্ণফুলি কোম্পানি লি. সমানমূল্যে বিমা করায় 'X' কোম্পানির মতো 'Y' এবং 'Z' কোম্পানিও সমভাবে দায়বদ্ধ। তাই ৯ কোটি টাকার ক্ষতি তিনটি কোম্পানির মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হবে। সুতরাং বলা যায় যে, 'X' কোম্পানি যৌক্তিক দাবি করেছে।

প্রশ্ন ▶৩ 'X' ফার্মাসিউটিক্যাল লি. যুক্তরাজ্য থেকে কাঁচামাল আমদানির জন্য 'মডার্ন শিপিং লাইনস' এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। আমদানিকৃত পণ্য সম্পূর্ণ বিমা করা হয়েছে এবং প্রিমিয়ামের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়েছে। যাত্রাপথে কোনো সমস্যা ছাড়াই মডার্ন শিপিং লাইনস এর জাহাজটি বন্দরে এসে পৌঁছে। *[দি. বো. ১৭]*

ক. দুর্ঘটনা বিমা কী? ১

খ. গবাদিপশু বিমা বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'X' ফার্মাসিউটিক্যাল লি.-এর বিমাপত্রটি ছিল কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'X' ফার্মাসিউটিক্যাল লি. প্রিমিয়ামের টাকা ফেরত পাবে কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ফলে ব্যক্তির জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতি হলে তা আর্থিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে দুর্ঘটনা বিমা বলে।

খ যে বিমা চুক্তিতে বিমাকারী গবাদি পশুর মৃত্যুজনিত ক্ষতি আর্থিকভাবে মোকাবিলা করার নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে গবাদি পশু বিমা বলে।

গবাদি পশু বিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী উভয়পক্ষ পরম বিশ্বাসের নীতি মেনে বিমাচুক্তি সম্পাদন করে। এ ক্ষেত্রে বিমাপত্রে উলি-খিত কোনো রোগে বা দুর্ঘটনায় গবাদি পশুর মৃত্যু হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। গবাদি পশু বিমার চুক্তির মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে X ফার্মাসিউটিক্যাল লি. আমাদনিকৃত সম্পূর্ণ পণ্যের জন্য বিমা করায় গৃহীত বিমাপত্রটি নৌ বিমার আওতাভুক্ত পণ্য বিমা।

এ বিমা কেবল জাহাজ বোঝাই পণ্য ক্ষতিগ্রস্ড় হলে পণ্যের ক্ষতিপূরণের জন্য করা হয়। পণ্য বিমা নির্দিষ্ট সমুদ্র যাত্রার জন্য অর্থাৎ মালামাল পৌঁছানো পর্যন্ড় সময়ের জন্য গৃহীত হয়।

উদ্দীপকে X ফার্মাসিউটিক্যাল লি. যুক্তরাজ্য থেকে কাঁচামাল আমদানির জন্য মডার্ণ শিপিং লাইনস এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। মডার্ণ শিপিং লাইনস একটি জাহাজ ভাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে X ফার্মাসিউটিক্যাল আমদানি কাজে ব্যবহৃত জাহাজের সম্পূর্ণ পণ্যের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। যার প্রিমিয়ামও সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধ করে। অর্থাৎ X ফার্মাসিউটিক্যাল সমুদ্র পথে আগত পণ্যের সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসনে বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছে। যার সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে।

ঘ উদ্দীপকে X ফার্মাসিউটিক্যাল লি. গৃহীত পণ্য বিমার বিপরীতে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের টাকা ঝুঁকি গ্রহণের মূল্য হওয়ায় তা ফেরত পাবে না।

বিমা চুক্তিতে প্রিমিয়াম হলো ঝুঁকি গ্রহণের প্রতিদান মূল্য। অর্থাৎ বিমাকারী নির্দিষ্ট একটি অর্থের বিনিময়ে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্ভাব্য ঝুঁকি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ঝুঁকি দ্বারা সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ড় হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ করলেও কোনো প্রকার ক্ষতি সংঘটিত না হলে প্রিমিয়ামের অর্থ ফেরত প্রদান করে না।

উদ্দীপকে X ফার্মাসিউটিক্যাল লি. যুক্তরাজ্য হতে পণ্যের কাঁচামাল আমদানি করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি আমদানি কাজে ব্যবহৃত জাহাজের পণ্যের জন্য নৌ বিমার আওতাভুক্ত একটি পণ্য বিমা করে। এতে নির্ধারিত প্রিমিয়ামের সম্পূর্ণ অংশই X ফার্মাসিউটিক্যাল প্রদান করে। তবে কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই জাহাজটি বন্দরে এসে পৌঁছে।

উদ্দীপকে X ফার্মাসিউটিক্যাল ও বিমাকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত যাত্রাপথের জন্যই মূলত চুক্তিবদ্ধ ছিল। এ যাত্রাপথে বহনকৃত পণ্যের কোনোরূপ ক্ষতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণে বাধ্য ছিল। তবে কোনোরূপ ক্ষতি সংঘটিত না হওয়ায় বিমা চুক্তিটি নিষ্পত্তি হয়, যাতে উভয়পক্ষ কোনো প্রকার অর্থ গ্রহণের যোগ্য দাবিদার নন।

প্রশ্ন ▶৪ সোনারতরী শিপিং কোম্পানি লিমিটেড 'মেরিনা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি' এর কাছে তার পাঁচটি জাহাজকে একটি বিমাপত্রের আওতায় রেখে দুই বৎসরের জন্য একটি চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজ কোম্পানি প্রতিটি জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করবে। সম্প্রতি একটি জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করে। কিন্তু যাত্রাকালে জাহাজের নাবিক দ্রুত গন্ড়ব্য পৌঁছানোর জন্য নির্ধারিত পথে না গিয়ে যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। এক সময় সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত হিমবাহতে ধাক্কা লেগে জাহাজটির তলাদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সেটি অচল হয়ে পড়ে। বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। *[চ. বো. ১৭]*

ক. নৌ-বিমা কী? ১

খ. পণ্য নিক্ষেপণ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানির বিমা দাবি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌ বিমা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের চুক্তি যেখানে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী নৌযাত্রায় ব্যবহৃত জাহাজ বা জাহাজে রক্ষিত পণ্যসামগ্রীর কোনো ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার প্রদান করে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : রামিসা কর্পোরেশন-এর একটি জাহাজ মংলা বন্দর থেকে হংকং বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ফলে রামিসা কর্পোরেশন-এর মালিক সানসাইন ইন্স্যুরেন্স-এর সাথে একটি নৌবিমা চুক্তি সম্পাদন করে। যাত্রাকালীন সময়ে জাহাজ ও জাহাজে পণ্য পরিবহনের সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য উক্ত বিমা করা হয়।

খ জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যকে বড় কোনো বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পরিবাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেয়াকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।

এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। বিমাকারী আনুপাতিক হারে বিমাগ্রহীতাকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত বিমাপত্রটি ভাসমান বিমাপত্র।

ভাসমান বিমাপত্রে একাধিক জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা হয়। এ বিমাপত্রে সকল জাহাজের অবস্থা, মান ও মূল্য বিবেচনা করে বিমাকৃত অঙ্ক নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দীপকে সোনারতরী শিপিং কোম্পানি লিমিটেড মেরিনা ইন্সুরেন্স কোম্পানির নিকট পাঁচটি জাহাজের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। উক্ত বিমাপত্রটি দুই বছরের জন্য করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজ কোম্পানি প্রতিটি জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করবে। অর্থাৎ সোনার তরী কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য ভাসমান বিমা পত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, সোনার তরী কোম্পানির গৃহীত বিমাপত্রটি হলো ভাসমান বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে নৌ-বিমা চুক্তির অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ করায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা দাবি প্রত্যাখান করেছে - এক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি যৌক্তিক।

অব্যক্ত শর্ত বলতে লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি অথচ আইন অনুযায়ী পালনীয় এমন শর্তকে বোঝায়। জাহাজের সমুদ্রে চলাচলযোগ্যতা, যাত্রার বৈধতা, যাত্রাপথ পরিবর্তন না করা ইত্যাদি নৌ-বিমার অব্যক্ত শর্তাবলির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে সোনারতরী শিপিং কোম্পানি ভাসমান বিমাপত্রের আওতায় একাধিক জাহাজ দুই বছরের জন্য বিমা করে। দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য জাহাজের নাবিক নির্ধারিত পথে না গিয়ে যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। এক সময় জাহাজটি নিমজ্জিত হিমবাহতে ধাক্কা লাগার কারণে জাহাজের তলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অচল হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়।

নৌ-বিমা চুক্তির শর্তানুযায়ী সোনার তারী শিপিং কোম্পানিকে কিছু শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে। 'যাত্রা পথ পরিবর্তন না করা' তার মধ্যে উলে-খযোগ্য একটি শর্ত। উদ্দীপকে জাহাজের নাবিক দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। এতে নৌ-বিমা চুক্তির 'যাত্রাপথ পরিবর্তন না করা' নামক শর্তটি ভঙ্গ করা হয়েছে। অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ করলে আইন অনুযায়ী বিমা কোম্পানি বিমা চুক্তি বাতিল করতে পারে। অতএব, বিমা কোম্পানি কর্তৃক সোনার তারী শিপিং কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৫ 'বেঙ্গল শিপিং' এর মালিক জনাব মামুন তার ৫টি জাহাজ ০১-০১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য 'কর্ণফুলী ইন্সুরেন্স কোম্পানির' নিকট একই বিমাপত্রের অধীনে বিমা করেন। উক্ত সময়ের মধ্যে সিঙ্গাপুর সমুদ্র বন্দর থেকে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে ফেরার পথে 'বেঙ্গল শিপিং' এর বিমাকৃত একটি জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের মুখোমুখি হয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। বিপদগ্রস্ত জাহাজটিকে বিপদমুক্ত করার লক্ষ্যে জাহাজে বোঝাইকৃত কিছু মালামাল সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে জাহাজটি রক্ষা পায়। পরবর্তীতে 'বেঙ্গল শিপিং' 'কর্ণফুলী ইন্সুরেন্স কোম্পানির' নিকট সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত পণ্যের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানিটি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলে জানিয়ে দেয়। *[সি. বো. ১৭]*

ক. নৌ-বিপদ কী? ১

খ. জেটিসনের ফলে কোন ধরনের সামুদ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'বেঙ্গল শিপিং' কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'কর্ণফুলী বিমা কোম্পানি' কর্তৃক আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রপথে যে সকল বিপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থিত পণ্য ও মাশুলের ক্ষতি হয় তাকে নৌ-বিপদ বলে।

খ জাহাজ ও জাহাজস্থিত পণ্যকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য পরিবহনকৃত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকেই পণ্য নিক্ষেপণ বা জেটিসন বলে।

এরূপ পণ্য নিক্ষেপণের উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলায় আংশিক সামগ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়।

গ উদ্দীপকে বেঙ্গল শিপিং কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি ভাসমান নৌ বিমাপত্র।

এ ধরনের বিমাপত্রে একই মালিক বা প্রতিষ্ঠানের একাধিক জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা হয়। এক্ষেত্রে যেকোনো জাহাজের ক্ষতিতে আনুপাতিক হারে ক্ষতির মূল্য নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে বেঙ্গল শিপিং এর মালিক জনাব মামুন তার ৫টি জাহাজের জন্য কর্ণফুলী ইন্সুরেন্স কোম্পানির নিকট হতে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রটি ছয় মাসের জন্য গৃহীত হয়। অর্থাৎ জনাব মামুন তার মালিকানাধীন ৫টি জাহাজের ঝুঁকিকে একটি বিমাপত্র দ্বারা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছেন। এটি মূলত নৌ বিমার ভাসমান বিমাপত্রের মূল বিষয়।

ঘ উদ্দীপকে পণ্য নিক্ষেপণে আংশিক ক্ষতি সৃষ্টি হওয়ায় কর্ণফুলী বিমা কোম্পানি কর্তৃক আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান যৌক্তিক।

পণ্য নিক্ষেপণ এক ধরনের অপ্রাকৃতিক নৌ বিপদ। সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা অন্যবিধ কারণে বিপদগ্রস্ত জাহাজকে হালকা করার জন্য সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপ করা হয়। মূলত সামগ্রিক ক্ষতির হাত থেকে জাহাজকে রক্ষার্থে এ ধরনের আংশিক ক্ষতির আশ্রয় নেয়া হয়।

উদ্দীপকে বেঙ্গল শিপিং তাদের ৫টি জাহাজের জন্য একটি ভাসমান নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করে। বিমাপত্রের মেয়াদকাল ছয় মাস। উক্ত সময়ের মধ্যে সিঙ্গাপুর সমুদ্র বন্দর থেকে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে ফেরার পথে বিমাকৃত একটি জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের সম্মুখীন হয়। বিপদগ্রস্ত জাহাজটিকে বিপদমুক্ত করার লক্ষ্যে জাহাজের কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। ফলশ্রুতিতে জাহাজটি রক্ষা পায়। পরবর্তীতে বেঙ্গল শিপিং বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত পণ্যের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানিটি তা আনুপাতিক হারে প্রদানে সম্মত হয়।

বেঙ্গল শিপিং এর জাহাজটি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ জাহাজকে রক্ষার্থে এর আংশিক ক্ষতির উদ্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত ক্ষতি জাহাজের সকল সম্পত্তির ওপর আনুপাতিক হারে বণ্টন করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে।

প্রশ্ন ▶৬ চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড ২০১৬ সালে শুধু চট্টগ্রাম-লন্ডন রুটে পণ্য পরিবহনকারী তাদের তিনটি জাহাজ 'পদ্মা', 'মেঘনা' এবং 'যমুনা'র জন্য 'সীগাল বিমা' কোম্পানির সাথে এক বছর মেয়াদি বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। ২০১৬ সালের জুন মাসে ঝড়ো হাওয়ার কারণে 'মেঘনা' নামের জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে জাহাজের ক্যাপ্টেন কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। *[য. বো. ১৭]*

ক. নৌ বিমায় অব্যক্ত শর্ত কী? ১

খ. সামুদ্রিক ঝড় কোন ধরনের বিপদ? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'মেঘনা' নামক জাহাজের ক্যাপ্টেনের পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌ বিমাচুক্তিতে যেসব শর্ত উহ্য থাকে (যেমন: জাহাজের সমুদ্রে চলাচল যোগ্যতা, যাত্রার বৈধতা, বিপথে গমন না করা, বিলম্বে যাত্রা, অপরিবর্তনীয় যাত্রা ইত্যাদি) এবং তা পালন না করলে সাধারণত চুক্তি বাতিল হয় তাকে অব্যক্ত শর্ত বলে।

খ সামুদ্রিক ঝড় প্রাকৃতিক নৌ বিপদ।

সমুদ্রপথে জাহাজ চলাকালে প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাসমূহ যেমন- সামুদ্রিক ঝড় ,সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত পাহাড় বা ভাসমান বরফ খন্ডের সাথে ধাক্কা লাগা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপদ নামে পরিচিত। এরূপ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার বিষয়ে মানুষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারে না।

গ উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড নৌ-বিমার যাত্রার বিমাপত্র গ্রহণ করেছে।

যাত্রার বিমাপত্রে মূলত নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উলে-খ থাকে। এই নির্দিষ্ট যাত্রাপথে চলার সময় জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যের ক্ষতি হলে এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড তাদের তিনটি জাহাজ 'পদ্মা', 'মেঘনা' এবং 'যমুনা'র জন্য 'সীগাল বিমা'কোম্পানি হতে নৌ-বিমাপত্র গ্রহণ করে। এ নৌ বিমাপত্রটি শুধু চট্টগ্রাম লন্ডন রুটে পণ্য পরিবহনের জন্য গৃহীত হয়। অর্থাৎ চট্টগ্রাম লন্ডন যাত্রাপথে কোনো ক্ষতি হলে এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। তাই

বলা যায়, চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেডের গৃহীত বিমাপত্রটি নৌবিমার যাত্রার বিমাপত্র।

ঘ বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য 'মেঘনা' নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন কর্তৃক সমুদ্রে পণ্য ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

মূলত সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে বিপদগ্রস্ত জাহাজকে হালকা করার জন্য সমুদ্রে কিছু পণ্য ফেলে দেয়া হয়। এরূপ পণ্য নিক্ষেপণকে ত্যাগ স্বীকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড তাদের তিনটি জাহাজ 'পদ্মা', 'মেঘনা' এবং 'যমুনা'র জন্য একটি যাত্রার নৌ-বিমাপত্র গ্রহণ করে। ২০১৬ সালে জুন মাসে ঝড়ো হাওয়ার কারণে 'মেঘনা' নামের জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজটিকে হালকা করার উদ্দেশ্য কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন।

মূলত জাহাজ যেন ডুবে না যায় সেজন্যই ক্যাপ্টেন পণ্য নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এভাবে কিছু পণ্য সমুদ্রে ফেলে না দিলে জাহাজটি ডুবে যেতে পারতো। এতে ক্ষতির পরিমাণ হতো অত্যাধিক। তবে এভাবে কিছু পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেয়ায় ক্ষতির পরিমাণ ছিল সামান্য। সুতরাং এ সকল বিষয় বিবেচনায় বলা যায়, জাহাজের ক্যাপ্টেন কর্তৃক পণ্য নিক্ষেপণের সিদ্ধান্তটি সঠিক এবং যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৭ মি. রফিকুল চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নিউয়র্কে চাল পাঠানোর জন্য একটি জাহাজ ভাড়া করেন। সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে চালের ক্ষতির ভয়ে তিনি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। জাহাজটি ডুবোচরে আটকে গেলে কয়েক বস্তা চাল সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটি বিপদমুক্ত করা হয়। বিমাকারীর নিকট চালের ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করলে বিমাকারী তা প্রত্যাখ্যান করে। *[ব. বো. ১৭]*

ক. বিমা কী? ১

খ. স্বার্থ ছাড়া বিমা চুক্তিসম্পন্ন হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত বিমাপত্রটি কী ধরনের বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. রফিকুল কি সমুদ্রে ফেলে দেয়া চালের ক্ষতিপূরণ পাবেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের ভার বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব তাহমিদ একটি সুতার কারখানা স্থাপন করেন। তার কারখানার শ্রমিকদের কল্যাণের দায়িত্ব তার। এক্ষেত্রে জনাব তাহমিদ তার কারখানার সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদানে মুনলাইট বিমা কোম্পানি লি.-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হন।

খ সম্পদের ক্ষতিতে এর স্বার্থ সংশি-ষ্ট পক্ষ কেবল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় বিমা চুক্তি সম্পাদন করে এ ধরনের বিমাযোগ্য স্বার্থই হলো বিমাযোগ্য স্বার্থ।

এরূপ চুক্তিতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকা আবশ্যক। এরূপ স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।

গ উদ্দীপকে উলে-খিত বিমাটি হলো নৌ বিমার অন্তর্ভুক্ত পণ্য বিমা। পণ্য বিমা মূলত সামুদ্রিক বিপদের কারণে জাহাজে বোঝাইকৃত পণ্যের ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণের জন্য করা হয়। এ ধরনের বিমা নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রার ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. রফিকুল চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নিউইয়র্কে চাল পাঠানোর জন্য একটি জাহাজ ভাড়া করেন। সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে চালের ক্ষতির ভয়ে তিনি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সামুদ্রিক বিপদের কারণে জাহাজে বোঝাইকৃত পণ্যের কোনো ক্ষতি হলে এ বিমার আওতায় তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন। এভাবে সমুদ্রযাত্রায় শুধু পণ্যের ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই মি. রফিকুল পণ্য বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি না হওয়ায় মি. রফিকুল সমুদ্রে ফেলে দেয়া চালের ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

বিমা চুক্তিপত্রে কোন কোন কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির ক্ষতিপূরণ করা হবে তার সুস্পষ্ট উলে-খ থাকে। পরবর্তীতে উক্ত কারণ বিচার-বিশে-ষণ করে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে মি. রফিকুল চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নিউইয়র্কে চাল পাঠানোর জন্য একটি জাহাজ ভাড়া করেন। সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে চালের ক্ষতির কথা ভেবে তিনি পণ্য বিমাপত্র গ্রহণ করেন। যাত্রাপথে জাহাজটি ডুবোচরে আটকে যায়। পরবর্তীতে কয়েক বস্তা চাল সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজকে বিপদমুক্ত করা হয়।

উদ্দীপকে বিমা চুক্তি অনুযায়ী সামুদ্রিক ঝড়ের বিপরীতে তিনি পণ্য বিমা করেন। কিন্তু যাত্রাপথে জাহাজটি ডুবোচরে আটকে যায়। অর্থাৎ বিমা চুক্তির প্রত্যক্ষ কারণে চালের ক্ষতি হয়নি। সুতরাং, উলি-খিত কারণেই বিমা ব্যবসায়ের মূলনীতি নীতি অনুযায়ী মি. রফিকুল ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

প্রশ্ন ▶ ৮ এম. ভি. সুরমা মংলা হতে ২০,০০০ মেট্রিক টন চাল নিয়ে চীনের উদ্দেশে রওনা হয়। পথিমধ্যে জাহাজ কর্তৃপক্ষ আগাম ঘূর্ণিঝড়ের বার্তা পেয়ে জাহাজটি নিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি বন্দরে আশ্রয় নেয় এবং ঐ বন্দরে চলাচলকৃত জাহাজের ধাক্কায় এম.ভি. সুরমার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। পরবর্তীতে জাহাজটি বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানির ঘূর্ণিঝড়ে অবস্থানকৃত বন্দরটির গতিপথকে কেন্দ্র করে বিমা দাবি অস্বীকার করে। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. নৌ বিমা কী? ১

খ. পণ্য নিক্ষেপণ কেন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে এম. ভি. সুরমা কোন ধরনের চুক্তি করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানির বিমা দাবি অস্বীকার কতটুকু যৌক্তিক? বিশে-ষণপূর্বক উত্তর দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌ-পথে চালিত জাহাজ, জাহাজস্থ পণ্য বা মাসুলের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য যে বিমা করা হয় তাকে নৌ বিমা বলে।

খ জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যকে বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে তাকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।

পণ্য নিক্ষেপণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। এরূপ ক্ষতির ঝুঁকি বিমাযোগ্য। বিমা কোম্পানি গড় হারে এর ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে।

গ উদ্দীপকে এম.ভি. সুরমা নৌ বিমার অন্তর্ভুক্ত জাহাজ বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছে।

সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলকালে জাহাজের আংশিক বা সামগ্রিক ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে জাহাজ বিমা বলে।

উদ্দীপকে এম. ভি. সুরমা মংলা হতে ২০,০০০ মেট্রিক টন চাল নিয়ে চীনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথিমধ্যে অন্য জাহাজের ধাক্কায় এম. ভি. সুরমার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। সাধারণত জাহাজ বিমার মাধ্যমেই নৌপথে চলাচলকালে জাহাজের আংশিক বা সামগ্রিক ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। উদ্দীপকে এম. ভি. সুরমা তথা জাহাজের ক্ষতি হয়েছে এবং এম. ভি. সুরমা উলি-খিত ক্ষতিপূরণের জন্য বিমা কোম্পানিকে বিমাদাবি পেশ করেছে। তাই বলা যায়, এম. ভি. সুরমা জাহাজ বিমা চুক্তি করেছিল।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানির বিমাদাবি অস্বীকার সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

বিমাদাবি বলতে বিমাকৃত অঙ্ককেই বুঝানো হয়। সাধারণত বিমাকৃত বিষয়বস্তু বিমাপত্রে উলি-খিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে এম. ভি. সুরমা ঘূর্ণিঝড়ের আগাম বার্তা শুনে অন্য বন্দরে আশ্রয় নেয়। এতে পথিমধ্যে অন্য জাহাজের ধাক্কায় এম. ভি. সুরমার

ক্ষতি হয়। কিন্তু গতিপথ পরিবর্তন করার বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়।
যাত্রাপথে পরিবর্তন না করা এম. ভি. সুরমার জন্য নৌ বিমাচুক্তির একটি অব্যক্ত শর্ত। এরূপ শর্ত ভঙ্গ হলে বিমা কোম্পানি বিমাদাবি পরিশোধে বাধ্য নয়। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ায় অর্থাৎ আগাম ঝড়ের বার্তা পেয়ে অন্য বন্দরে আশ্রয় নেয়ার এ চুক্তির অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য হবে না। কারণ জাহাজটিকে আরো বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এরূপ সিদ্ধান্ড় নেয়া হয়েছে। সুতরাং, বিমা কোম্পানির বিমাদাবি অস্বীকার পুরোপুরি অযৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৯ একটি জাহাজ ২০ এপ্রিল বন্দর ছেড়ে যাবে বলে নৌ বিমার চুক্তিপত্রে উলে-খ ছিল। কিন্তু জাহাজ যাত্রা শুর“ করে ২২ এপ্রিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন ইচ্ছামতো যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। এক সময় সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত একটি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি তা বাতিল করে দেয়। *[রা. বো., সি. বো. ১৬]*

ক. দায় বিমা কাকে বলে? ১
খ. পণ্য নিক্ষেপণ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের জাহাজটিকে কোন নৌ বিপদ মোকাবিলা করতে হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা দাবি বাতিলের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত ঝুঁকিজনিত যেকোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ করার জন্য বিমাগ্রহীতার মতো বিমাকারী প্রতিষ্ঠানও সমভাবে দায়বদ্ধ থাকে তাকে দায় বিমা বলে।

খ জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যকে বড় কোনো বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পরিবাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেয়াকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।
এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। বিমাকারী আনুপাতিক হারে বিমাগ্রহীতাকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

গ উদ্দীপকের জাহাজটিকে প্রাকৃতিক নৌ বিপদ মোকাবিলা করতে হয়েছে।
সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের সময় প্রাকৃতিক উপায়ে সংঘটিত বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাসমূহকে প্রাকৃতিক বিপদ বলে। প্রাকৃতিক বিপদ মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করতে পারে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, বিমাচুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে জাহাজটি ২০ এপ্রিল যাত্রা শুর“ না করে ২২ এপ্রিল যাত্রা শুর“ করে আবার ক্যাপ্টেন ইচ্ছামত যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। ফলে এক সময় সমুদ্রে নিমজ্জিত একটি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। এখানে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ড় হবার কারণ হচ্ছে নিমজ্জিত পাহাড়টি, যাকে আমরা প্রাকৃতিক কারণ বলতে পারি। দুর্ঘটনাটি প্রাকৃতিক এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সুতরাং বলা যায়, জাহাজটিকে প্রাকৃতিক বিপদ মোকাবিলা করতে হয়েছে।

ঘ নৌ বিমাচুক্তিপত্রের সব শর্ত না মেনে চলাচল করায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমাদাবি বাতিলের সিদ্ধান্ড়টি যৌক্তিক হয়েছে।
চুক্তিপত্র বলতে বোঝায় এমন একটি দলিল যাতে বিভিন্ন শর্তাবলি স্পষ্ট করে লিখা থাকে এবং চুক্তির সকল পক্ষ সেই শর্তসমূহ মেনে চলবে এই মর্মে স্বীকৃতি দেয়। নৌ বিমা যেহেতু চুক্তিপত্রের মাধমেই সৃষ্টি হয় সুতরাং এর যাবতীয় শর্ত মেনে চলা বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর দায়িত্ব। উদ্দীপকের জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ড় হয় এবং বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করলে কোম্পানি তা বাতিল করে দেয়। যেহেতু বিমাগ্রহীতা চুক্তিপত্রের অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ করেছে সেহেতু জাহাজটি সমুদ্রের নিমজ্জিত পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খায় এবং ক্ষতিগ্রস্ড় হয়।
নৌ বিমাচুক্তির ব্যক্ত বা প্রকাশিত শর্তাবলির মধ্যে সমুদ্রের যাত্রার তারিখ ২০ এপ্রিল ছিল। কিন্তু জাহাজটি ২২ এপ্রিল যাত্রা করে। আবার অব্যক্ত শর্তাবলির মধ্যে একটি উলে-খযোগ্য শর্ত হচ্ছে ক্যাপ্টেন নির্দিষ্ট পথে যাত্রা করবে এবং কোনো নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত যাত্রাপথ পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু উদ্দীপকে ক্যাপ্টেন যাত্রাপথ পরিবর্তন করেছে। চুক্তিপত্রের একটি শর্ত ভঙ্গ করলে বিমা কোম্পানি বিমাদাবি বাতিলের অধিকার রাখে। উদ্দীপকে জাহাজের ক্যাপ্টেন নৌ বিমার ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় প্রকার শর্ত ভঙ্গ করেছে বলে বিমা কোম্পানি বিমাদাবি বাতিল করে। সুতরাং, উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমাদাবি বাতিল করা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶১০ জনাব আফজাল সমুদ্রে চলাচলকারী তার জাহাজটি সাউথ এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের নিকট ধাক্কাজনিত বিপদের জন্য বিমা করেন। সমুদ্রে চলাচলের সময় একটি ভাসমান বরফ খ“ের সাথে ধাক্কা লেগে কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি সমুদ্র পাহাড়ে আটকে যায়। সমুদ্র পাহাড় থেকে নামাতে ক'দিন বিলম্ব হওয়ায় এতে বাহিত পণ্য পচে নষ্ট হয়ে যায়। জনাব আফজাল বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধ করে কিন্তু পণ্যের মালিক বিমা দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠান বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. সামুদ্রিক ক্ষতি কী? ১
খ. পণ্য নিক্ষেপণ (Jettison) বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব আফজালকে বিমা কোম্পানি কী ধরনের ক্ষতি পূরণ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে পণ্যের মালিকের দাবি বিমা কোম্পানি কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করার যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বিপদের কারণে সামুদ্রিক জাহাজ বা নৌ-যান সমুদ্রপথে মালামাল নিয়ে চলার সময় যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে সামুদ্রিক ক্ষতি বলে।

খ জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যকে বড় কোনো বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পরিবাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেয়াকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।
এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। বিমাকারী আনুপাতিক হারে বিমাগ্রহীতাকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

গ উদ্দীপকের জনাব আফজালকে বিমা কোম্পানি জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করেছে।
পণ্যসামগ্রী পরিবহনকারী জাহাজের সম্পূর্ণ অংশের পরিবর্তে বিশেষ কোনো অংশের ক্ষতি হলে তাকে জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলা হয়। এরূপ ক্ষতির জন্য ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশ ক্ষতিপূরণ করা হয়।
উদ্দীপকে জনাব আফজাল সাউথ এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট তার সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজটির নৌ বিমা করে। পরবর্তীতে সমুদ্রে চলাচলকালে একটি বরফ খ“ের সাথে ধাক্কা লেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সমুদ্র পাহাড়ে জাহাজটি আটকা পড়ে। এতে জাহাজটি কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে জনাব আফজাল জাহাজটির নৌ বিমা করায় তিনি জাহাজটির ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তাকে জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতির ভিত্তিতে বিমাদাবি প্রদান করে। এক্ষেত্রে জাহাজের আংশিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তাই বিমা কোম্পানি ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশই ক্ষতিপূরণে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, বিমা কোম্পানি আংশিক ক্ষতির ভিত্তিতে জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতি প্রদান করেছে।

ঘ উদ্দীপকে পণ্যের মালিকের দাবি বিমা কোম্পানি কর্তৃক প্রত্যাখ্যান প্রত্যক্ষ কারণ নীতির আলোকে যৌক্তিক হয়েছে।

প্রত্যক্ষ কারণ নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তি প্রত্যক্ষ কারণ দ্বারা সংঘটিত হলেই বিমাকারী বিমাদাবি পূরণ করে, অন্যথায় নয়।

উদ্দীপকে এ মর্মে বিমাচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যে, ধাক্কাজনিত কারণে জাহাজ ও জাহাজস্থ মালামাল ক্ষতিগ্রস্ড় হলে ক্ষতিপূরণ করা হবে। পথিমধ্যে ভাসমান বরফ খন্ডের সাথে ধাক্কা লেগে জাহাজ সমুদ্রে পাহাড়ে আটকে পড়ে। সমুদ্র পাহাড় থেকে নামতে কয়েকদিন সময় লাগার কারণে জাহাজস্থ পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। পণ্যের দাবি বিমাগ্রহীতা দ্বারা উত্থাপিত হলে বিমাকারী তা পূরণে অস্বীকৃতি জানায়।

প্রত্যক্ষ কারণ নীতি অনুযায়ী উদ্দীপকের বিমাচুক্তিতে বিমা কোম্পানি শুধু ধাক্কাজনিত কারণে ক্ষতি হলেই ক্ষতিপূরণে বাধ্য। কিন্তু এখানে পণ্য দ্রব্য নষ্ট ধাক্কাজনিত কারণে হয় নি। পণ্যদ্রব্য নষ্টের কারণ হলো জাহাজ সমুদ্র পাহাড়ে আটকে যাওয়া, যা বিমাচুক্তিতে উলে-খ ছিল না। তাই বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়, যা প্রত্যক্ষ কারণ নীতি অনুযায়ী যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব ইকবাল 'রূপসী বাংলা'সহ আরও পাঁচটি জাহাজের মালিক। তিনি একই বিমাপত্রের অধীনে সবকটি জাহাজের জন্য ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫ তারিখের মধ্যে সংঘটিত যেকোনো নৌ দুর্ঘটনার বিপক্ষে 'সানরাইজ ইন্সুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমাকৃত জাহাজের বর্তমান অবস্থান মান ও বাজারমূল্য বিবেচনায় এনে বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। গত ০১-১০-২০১৫ তারিখে 'রূপসী বাংলা' জাহাজটি ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ড় হয়ে ডুবে যায়। জনাব ইকবাল বিমা কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করলে কোম্পানি চুক্তি অনুসারে ক্ষতিপূরণ করে। পরবর্তীতে বিমা প্রতিষ্ঠানটি ডুবন্ড় জাহাজটি উদ্ধার করে এবং তা শিপ, ব্রেকিং কোম্পানি কাছে ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে। জনাব ইকবাল উদ্ধারকৃত জাহাজটির বিক্রয়মূল্য দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠানটি তার দাবি নাকচ করে দেয়। *[কু. বো. ১৬]*

ক. নৌ বিপদ কী? ১

খ. জেটিসনের ফলে কোন ধরনের সামুদ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. জনাব ইকবাল কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব ইকবালের ২য় দাবিটি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রপথে যে সকল বিপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থিত পণ্য ও মাশুলের ক্ষতি হয় তাকে নৌ বিপদ বলে।

খ জাহাজ ও জাহাজস্থিত পণ্যকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য পরিবহনকৃত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকেই পণ্য নিক্ষেপণ বা জেটিসন বলে।

এরূপ পণ্য নিক্ষেপণের উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলায় আংশিক সামগ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব ইকবাল যে ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন তা ভাসমান বিমাপত্র।

যে বিমাপত্রের অধীনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই মালিকের একাধিক জাহাজ, পণ্য বা মাশুলের ক্ষতির বিপক্ষে নৌ বিমা করা হয় তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে। যদি এ সময়ের মধ্যে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতি হয় তাহলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে।

উদ্দীপকে জনাব ইকবাল তার পাঁচটি জাহাজকে একই বিমাপত্রের অধীনে ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ড় বিমা করেন। বিমাকৃত জাহাজের বর্তমান অবস্থা, মাল ও বাজারমূল্য বিবেচনায় এনে প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে জাহাজের কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে। একই বিমাপত্রের আওতায় ৫টি জাহাজ বিমা করায় বলা যায়, জনাব ইকবাল ভাসমান নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব ইকবালের ২য় দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা যৌক্তিক হয়েছে।

বিমাকৃত জাহাজের বা মালামালের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে বিমাকারী চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। সেক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পত্তির যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তার মালিক হয় বিমা কোম্পানি। এটিই স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি।

উদ্দীপকে জনাব ইকবাল তার পাঁচটি জাহাজের জন্য ভাসমান বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। সম্প্রতি তার একটি জাহাজ ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ড় হয়ে ডুবে যায়। বিমা কোম্পানির নিকট জনাব ইকবাল ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করে। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানি ডুবে যাওয়া জাহাজটি উদ্ধার করে ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে। জনাব ইকবাল বিক্রয়মূল্য দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে।

স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুযায়ী উদ্দীপকের ক্ষতিগ্রস্ড় জাহাজ থেকে যে পরিমাণ উদ্ধার করা যায়, বিমাকারী তার মালিক হয়। তাই জনাব ইকবালকে বিমাদাবি পরিশোধের পর উদ্ধারকৃত জাহাজের মালিক বিমা কোম্পানি। এজন্য বিক্রয়লব্ধ ২০ লক্ষ টাকার পুরোটারই মালিক বিমা কোম্পানি। সুতরাং বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব ইকবালের ২য় দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা বিমা কোম্পানি কর্তৃক যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ ক্রিমসন পেইন্টস জার্মান থেকে নদীপথে ৫ কোটি টাকার কেমিক্যাল আমদানির প্রাক্কালে বিমা চুক্তি গ্রহণ করেন এবং এ প্রেক্ষিতে ১,০০,০০০ টাকার প্রিমিয়াম প্রদান করেন। পণ্যবাহী জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়লে ২ কোটি টাকার কেমিক্যাল ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। *[চ. বো. ১৬]*

ক. যুগ্ম বিমাপত্র কী? ১

খ. কখন সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপ করা হয় এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ক্রিমসন পেইন্টস কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানির কাছ থেকে কোম্পানিটি কত টাকা ক্ষতিপূরণ পেতে পারে? যুক্তিসহ বিশে-ষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমা ব্যবস্থায় একই বিমা পলিসির আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবনকে বিমা করা হয় তাকে যুগ্ম বিমা বলে।

খ ঝড়-ঝঞ্ঝা বা অন্য কোনো কারণে বিপদগ্রস্ড় জাহাজকে হালকা করতে বাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।

যাত্রাকালে পণ্য বহনকারী জাহাজ ও জাহাজে রক্ষিত পণ্যসমূহকে বিপদ বা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য পণ্যের অংশ বিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে তাকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে। সামুদ্রিক বিপদ বা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এটি একটি প্রচেষ্টা।

গ উদ্দীপকে ক্রিমসন পেইন্টস পণ্য বিমাপত্র গ্রহণ করেছিল।

নৌপথে পণ্য পরিবহনকালে জাহাজে রক্ষিত পণ্যের কোনো ক্ষতি হতে পারে। এ ক্ষতির বিপরীতে যে বিমা করা হয় তাকে পণ্য বিমা বলে। পণ্য বিক্রয় শর্ত অনুযায়ী পণ্যের ক্রেতা বা বিক্রেতা এ বিমা গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে ক্রিমসন পেইন্টস জার্মান থেকে ৫ কোটি কেমিক্যাল নদীপথে আমদানি করবে। এজন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে ও ১,০০,০০০ টাকা প্রিমিয়াম পরিশোধ করে। এখানে কোম্পানিটি জাহাজে বাহিত পণ্যের জন্য পণ্য বিমাপত্র গ্রহণ করে। কেননা, পণ্য বিমায়, বিমাকারী জাহাজে বাহিত পণ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ড় হলে এর দায় বহন করে। ক্রিমসন পেইটস পণ্য ক্ষতির ঝুঁকি মোকাবিলায় বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন বলে এটি পণ্য বিমাপত্র।

ঘ বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ক্রিমসন পেইন্টস সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণই পেতে পারে।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে প্রচুর পরিমাণে পণ্য সমুদ্রপথে পরিবাহিত হয়। তাই পরিবাহিত পণ্যের ঝুঁকি নিরসনের জন্য পণ্য বিমা করা হয়।

বিমাকৃত পণ্য ক্ষতিগ্রস্ড় হলে আমদানিকারক বিমাপত্রটি প্রদর্শনপূর্বক ক্ষতি আদায় করে।
উদ্দীপকে ক্রিমসন পেইন্টস জার্মান থেকে ৫ কোটি টাকার কেমিক্যাল আমদানি করবে। নদীপথে পণ্য পরিবহনের ঝুঁকি এড়াতে ১,০০,০০০ টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করে কোম্পানিটি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়লে ২ কোটি টাকর কেমিক্যাল ক্ষতিগ্রস্ড় হয়।
পণ্য বিমার ক্ষেত্রে বাহিত পণ্যের কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাপত্রটি প্রদর্শন করে বিমা কোম্পানির কাছ থেকে বিমাদাবি আদায় করে। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতা ক্রিমসন পেইন্টসকে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিরই ক্ষতিপূরণ করবে। কেননা, ক্ষতিপূরণের নীতি ও মূল্যায়িত বিমার শর্ত অনুযায়ী পণ্যের বিমাকৃত মূল্য পর্যন্ড় বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। তাই ৫ কোটি টাকা মূল্যের কেমিক্যাল থেকে ২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে বিমা কোম্পানি ক্রিমসন পেইন্টসকে ২ কোটি টাকাই ক্ষতিপূরণ করবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ পূরবি শিপিং কোম্পানি মংলা বন্দর থেকে চীনের সেনজেন বন্দরে নির্দিষ্ট পথের জন্য প্রত্যাশা বিমা কোম্পানির নিকট হতে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু যাত্রাকালে জাহাজের নাবিক ভুলক্রমে ভিন্ন পথে যাত্রা করে। একসময় সমুদ্রের গভীর নিমজ্জিত হিমবাহে ধাক্কা লেগে জাহাজটি অচল হয়ে পড়ে। বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. প্রিমিয়াম কাকে বলে? ১
খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ বিমা ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উলি-খিত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা দাবি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি বহনের জন্য বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।

আইন অনুযায়ী বিমা একটি বৈধ ব্যবসায়। অসুস্থ মৃতপ্রায় কোনো ব্যক্তির জীবন বা সম্পত্তি বিমা করে বিমাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ আদায় করা গেলে তা জুয়াখেলা হতো। তাই বিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকার বিষয়টি অপরিহার্য। যার ক্ষতিতে বিমাগ্রহীতা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। এরূপ বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বিমাচুক্তি করা যায় না।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত বিমাপত্রটি যাত্রা বিমাপত্র।
যাত্রার বিমাপত্রে মূলত নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উলে-খ থাকে। এই নির্দিষ্ট যাত্রাপথে চলাচলের সময় জাহাজ বা জাহাজস্থিত পণ্যের ক্ষতি হলে এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।
উদ্দীপকে পূরবি শিপিং কোম্পানি প্রত্যাশা বিমা কোম্পানি হতে যাত্রা বিমাপত্র গ্রহণ করেছে। এ বিমাপত্র শুধু মংলা বন্দর থেকে চীনের সেনজেন বন্দরে নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উলে-খ রয়েছে। অর্থাৎ মংলা বন্দর থেকে সেনজেন বন্দরে যাত্রাকালে কোনো ক্ষতি হলে এ বিমাপত্রের আওতায় প্রত্যাশা বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করবে। তাই বলা যায়, পূরবি শিপিং কোম্পানির গৃহীত বিমাপত্রটি নৌ বিমার যাত্রা বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমাদাবি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।
নৌ বিমা একটি লিখিত আনুষ্ঠানিক চুক্তি। চুক্তিপত্রে উলে-খ্য শর্তসমূহ বিমাপত্রের জন্য ব্যক্ত শর্তাবলি। এটি ভঙের কারণে বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।
উদ্দীপকে পূরবি শিপিং কোম্পানি প্রত্যাশা বিমা কোম্পানির সাথে নৌ বিমার অধীনে যাত্রা বিমাপত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তিতে নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উলে-খ রয়েছে। অর্থাৎ পূরবি শিপিং কোম্পানির জাহাজ মংলা বন্দর থেকে চীনের সেনজেন বন্দরে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে জাহাজের নাবিক ভুলক্রমে পথ পরবর্তন করে। একসময় সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত হিমবাহে ধাক্কা লেগে জাহাজটি অচল হয়ে পড়ে।
বিমাপত্রে উলি-খিত নির্দিষ্ট যাত্রাপথ বিমাপত্রের জন্য একটি লিখিত শর্ত। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট যাত্রাপথ উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয় এবং বিমাপত্র উলে-খ থাকে। এ শর্ত ভঙ্গ হলে বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার রাখে। যেহেতু, পূরবি শিপিং কোম্পানির জাহাজ ভুলক্রমে যাত্রাপথ পরিবর্তন করে এ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছে। তাই বিমা কোম্পানির বিমা দাবি প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ড় যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ এমভি মুসা নামের একটি জাহাজ মালামাল নিয়ে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার কথা মার্চ মাসের ২৫ তারিখ থাকলেও জাহাজটি এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে। জাহাজটি কলকাতা বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছালে দুর্ঘটনার শিকার হয়। জাহাজটি বিমা করা থাকায় জাহাজের মালিক মি. আসিফ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পান। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. বিশেষ আংশিক ক্ষতি কয় ধরনের? ১
খ. সামগ্রিক ক্ষতি কীভাবে পরিমাপ করা হয়? ২
গ. মি. আসিফ কোন ধরনের নৌবিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ৩
ঘ. জাহাজটি সময় পরিবর্তন করায় নৌ বিমায় কোন ধরনের শর্ত ভঙ্গ হয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশেষ আংশিক ক্ষতি ৩ ধরনের।

সহায়ক তথ্য
১. জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতি। ২. মালের বিশেষ আংশিক ক্ষতি। ৩. মাসুলের বিশেষ আংশিক ক্ষতি।

খ বিমার বিষয়বস্তু যদি সম্পূর্ণটাই ক্ষতিগ্রস্ড় হয়, তবে তাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলে।
সাধারণত, বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ বিমাকৃত অর্থই ক্ষতিপূরণ বা বিমা দাবি হিসেবে পরিশোধ করে। আবার, অমূল্যায়িত বিমাপত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে সামগ্রিক ক্ষতি পরিমাপ করা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আসিফ নৌ বিমার অন্ড়র্ভুক্ত জাহাজ বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছেন।
সমুদ্রপথে জাহাজ চলাকালে জাহাজের আংশিক বা সামগ্রিক ক্ষতি মোকাবিলার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে জাহাজ বিমা বলে।
উদ্দীপকে এমভি মুসা নামের একটি জাহাজ মালামাল নিয়ে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। মার্চ মাসের ২৫ তারিখে যাত্রা শুরুর কথা থাকলেও জাহাজটি এপ্রিলের ৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে। জাহাজটি কলকাতা বন্দরের কাছাকাছি এসে দুর্ঘটনার শিকার হয়। সাধারণত জাহাজ বিমার মাধ্যমেই নৌপথে চলাচলকালে জাহাজের আংশিক বা সামগ্রিক ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। উদ্দীপকে এমভি মুসা জাহাজের ক্ষতি হয়েছে এবং এমভি মুসার মালিক মি. আসিফ বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাবেন। ফলে দুর্ঘটনার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তা থেকে তিনি রক্ষা পাবেন। তাই বলা যায়, এমভি মুসার জাহাজ বিমাচুক্তি করা করেছিল।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত জাহাজটি সময় পরিবর্তনের কারণে নৌ বিমার ব্যক্ত শর্তের ভঙ্গ হয়েছে।
নৌ বিমা চুক্তিতে যেসব পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি বা বিষয় লিপিবদ্ধ করা অপরিহার্য তাকে ব্যক্ত শর্ত বলে। সমুদ্রযাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখ উলে-খ করা নৌ বিমা চুক্তির একটি ব্যক্ত শর্ত।
উদ্দীপকে এমভি মুসা নামক একটি জাহাজ নৌ বিমার অধীনে জাহাজ বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছে। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজটি মার্চ মাসের ২৫ তারিখে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করার কথা থাকলেও জাহাজটি এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে। যার মাধ্যমে জাহাজটি নৌ বিমার ব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ করেছে।

সাধারণত নৌ বিমা চুক্তিতে জাহাজ কোন সময়ে সমুদ্রযাত্রা করবে তার নির্দিষ্ট তারিখ উলে-খ থাকে। কারণ যেকোনো সময় জাহাজ ছাড়লে তা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই আবহাওয়া পরিস্থিতি ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এ সময় নির্ধারণ করা হয়। উদ্দীপকে এমভি মুসা তার চুক্তিপত্রে উলি-খিত সময়ে যাত্রা করেনি। তাই বলা যায়, যাত্রার সময় পরিবর্তন করে এমভি মুসা নৌ বিমার ব্যক্ত চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মি. কাদের একজন আমদানিকারক। তিনি জার্মানি থেকে পণ্য আমদানি করার জন্য বিমাচুক্তি করেন। বিমা চুক্তি অনুযায়ী জাহাজটি ১০/০৩/২০১৬ তারিখে যাত্রার কথা ছিল। একজন রপ্তানিকারকের পণ্যবোঝাই দেরি হওয়ায় জাহাজটি ২০/০৩/২০১৬ তারিখে যাত্রা শুর" করে। ইতোমধ্যে জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে সমুদ্রবন্দরের অদূরে নিমজ্জিত হয়। জাহাজ উদ্ধারের ব্যয় উদ্ধারকৃত মালামালের চেয়ে বেশি হওয়ার উদ্ধার কার্যক্রমও পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। মি. কাদের বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি উপস্থাপন করেন। বিমা কোম্পানি দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

ক. পণ্য নিক্ষেপণ কী? ১

খ. সামুদ্রিক ঝড় কোন ধরনের বিপদ-বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের ক্ষতির উলে-খ আছে। ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি মি. কাদের বিমা দাবি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাহাজ ও জাহাজস্থিত পণ্যকে সামুদ্রিক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই পণ্য নিক্ষেপণ।

খ সামুদ্রিক ঝড় হলো একটি প্রাকৃতিক নৌ বিপদ।

সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলে প্রাকৃতিক সংঘটিত বিপদই হলো প্রাকৃতিক নৌ বিপদ। সমুদ্রে প্রায়ই প্রায়ই বিভিন্ন রকমের বিপদ হয়। ঝড় এসব বিপদের অন্যতম। ঝড়ের কারণে জাহাজ ডুবে যাওয়া, চরে আটকে যাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে জাহাজ ও পণ্যের ক্ষতি হতে পারে। সামুদ্রিক ঝড় প্রাকৃতিক কারণে হয় বলে এটি একটি প্রাকৃতিক নৌ বিপদ।

গ উদ্দীপকে উদ্ধারযোগ্য সামুদ্রিক ক্ষতির উলে-খ রয়েছে।

বিমাকৃত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না হয়ে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ড় হলে অংশবিশেষ উদ্ধার করা যায়, যা উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ড় সম্পত্তির উদ্ধারযোগ্য অংশের মূল্য উদ্ধারখরচ থেকে কম হয়। তাই বিমাগ্রহীতা এ ধরনের সম্পদ পরিত্যাগ করে।

উদ্দীপকে মি. কাদের একজন আমদানিকারক। তিনি জার্মানি থেকে পণ্য আমদানি করার জন্য বিমাচুক্তি করেন। নির্দিষ্ট সময় পরে বিমাকৃত জাহাজটি যাত্রা শুর" করে। পথিমধ্যে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজটি নিমজ্জিত হয়। জাহাজটি উদ্ধার করা গেলেও এর উদ্ধারব্যয় উদ্ধারকৃত মালামালের চেয়ে বেশি। এ কারণে জাহাজের মালিক জাহাজটি পরিত্যাগের সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতির কথা বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানির কর্তৃক মি. কাদেরের দাবি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি যৌক্তিক।

সাধারণত সময় বিমাচুক্তিতে বিমাকৃত জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করলে যাত্রাপথে কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী তা পূরণ করে। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে বাধ্য নহে।

উদ্দীপকে মি. কাদের একজন আমদানিকারক। তিনি জার্মানি থেকে পণ্য আমদানির জন্য বিমাচুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজটি ১০/০৩/২০১৬ তারিখে যাত্রা করার কথা, কিন্তু রপ্তানিকারকের পণ্য বোঝাইয়ে দেরি হওয়ায় জাহাজটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে, ২০/০৩/১৬ তারিখে যাত্রা শুর" করে। জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। মি. কাদের বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবির উপস্থাপন করে প্রত্যাখ্যাত হন।

উদ্দীপকে মি. কাদের যৌক্তিকভাবেই ক্ষতিপূরণ পাবেন না। কারণ বিমাপত্রের যাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখের উলে-খ রয়েছে। বিমাপত্র অনুযায়ী ১০/০৩/১৬ তারিখে যাত্রা করার কথা থাকলেও জাহাজটি রপ্তানিকারকের কারণে দেরি করে ২০/০৩/১৬ তারিখে যাত্রা শুর" করে। যার মাধ্যমে বিমাপত্রে উলে-খিত শর্ত ভঙ্গ হয়েছে। তাই নির্দিষ্ট সময় যাত্রার যৌক্তিকতার বিচারে বিমা কোম্পানি মি. কাদেরে বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জনাব আলম ৬০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের ক্ষতি মোকাবিলার জন্য ইস্টার্ন বিমা কোম্পানি ও ফারইস্ট বিমা কোম্পানির সাথে সমভাবে চুক্তিবদ্ধ হন। যাত্রাপথে ডুবোপাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে জাহাজের ৩০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। জনাব আলম ইস্টার্ন বিমা কোম্পানির নিকট বিমাদাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি ৩০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীতে জনাব আলম ফারইস্ট বিমা কোম্পানির নিকট বিমাদাবি পেশ করে। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. 'যাত্রার নিরাপদ সময়' নৌবিমার কোন ধরনের শর্ত? ১

খ. স্থলাভিষিক্তকরণের নীতিটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. জনাব আলমের জাহাজটি কোন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফারইস্ট বিমা কোম্পানি জনাব আলমের বিমাদাবি পরিশোধ করবে কি? যুক্তিসহকারে মন্ড়ব্য করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাত্রার নিরাপদ সময় হলো নৌবিমার একটি ব্যক্ত শর্ত।

খ স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি হলো বিমা ব্যবসায়ের একটি অন্যতম নীতি।

এ নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত ক্ষতিগ্রস্ড় সম্পত্তি হতে যদি কিছু অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তবে তার মালিক বিমাকারী হয়। ধরা যাক, 'প্রকৃতি' নামক জাহাজটি বিমা করা ছিল। ডুবে যাওয়ার কারণে বিমা কোম্পানি বিমাকৃত দাবির পুরোটাই ক্ষতিপূরণ করেছে। এখন স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী ডুবন্ড় জাহাজটির মালিক হবে বিমাকারী।

গ উদ্দীপকে জনাব আলমের জাহাজটি প্রাকৃতিক নৌবিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

সমুদ্রপথে জাহাজ চলাকালে প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাকে প্রাকৃতিক বিপদ বলে। এরূপ বিপদের কারণে জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের ক্ষতি হতে পারে। এরূপ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণত নৌবিমা করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব আলম ৬০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের ক্ষতি মোকাবিলার জন্য দুটি বিমা কোম্পানির সাথে সমানভাবে চুক্তি করে। যাত্রাপথে জাহাজটি ডুবো পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। এ দুর্ঘটনার কারণে জাহাজটির ৩০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। জনাব আলমের জাহাজটি আকস্মিকভাবেই বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, যা প্রাকৃতিক বিপদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং জনাব আলমের জাহাজটি প্রাকৃতিক নৌবিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

ঘ দ্বৈত বিমাপত্রের অধীনে ফারইস্ট কোম্পানি জনাব আলমের বিমাদাবি পরিশোধ করবে না বলে আমি মনে করি।

একই বিষয়বস্তুর জন্য দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি সম্পাদন করা দ্বৈত বিমা। এক্ষেত্রে আংশিক ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব আলম তার ৬০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের দুটি বিমা কোম্পানির সাথে যুগ্মবিমা করে। যাত্রাপথে ডুবো পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে ৩০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। বিমাদাবি পেশ করা হলে একটি বিমা কোম্পানি জনাব আলমকে ৩০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীতে জনাব আলম আরেকটি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি পেশ করে।

উদ্দীপকে জনাব আলমের জাহাজের আংশিক ক্ষতি হয়েছে। ৬০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের ক্ষতি হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। সুতরাং দ্বৈত বিমাপত্রের অধীনে ইস্টার্ন ও ফারইস্ট বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ৩০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ করবে। এক্ষেত্রে, যেহেতু ইস্টার্ন বিমা কোম্পানি এককভাবে ৩০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ করেছে। সেহেতু, ফারইস্ট কোম্পানি ক্ষতিপূরণের ৩০ কোটি টাকার ১৫ কোটি টাকা ইস্টার্ন বিমা কোম্পানিকে পরিশোধ করবে। সুতরাং বলা যায়, ফারইস্ট কোম্পানি জনাব আলমকে টাকা পরিশোধের বিষয়টি যৌক্তিক নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৭ জনাব চৌধুরী 'জয় বাংলা'সহ আরো পাঁচটি জাহাজের মালিক। তিনি একই বিমাপত্রের অধীনে সবকটি জাহাজের ১-১-২০১৭ থেকে ৩১-১২-২০১৭ তারিখের মধ্যে সংঘটিত যে কোনো নৌ দুর্ঘটনার বিপক্ষে 'চিরন্ড়ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমাকৃত জাহাজের বর্তমান অবস্থা, মান ও বাজারমূল্য বিবেচনায় এনে বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। গত ১৮-১১-২০১৭ তারিখে 'আমার বাংলা' জাহাজটি ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ড় হয়ে ডুবে যায়। জনাব চৌধুরী বিমা কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করলে কোম্পানি চুক্তি অনুসারে ক্ষতিপূরণ করে। পরবর্তীতে বিমা প্রতিষ্ঠানটি ডুবন্ড় জাহাজটি উদ্ধার এবং তা মনন কোম্পানির কাছে ২৫ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে। জনাব চৌধুরী উদ্ধারকৃত জাহাজটির বিক্রয়মূল্য দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠানটি তার দাবি নাকচ করে দেয়।

[ঢাকা সিটি কলেজ]

ক. নৌ দায় বিমা কী? ১

খ. জেটিশনের ফলে কোন ধরনের সামুদ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত জনাব চৌধুরী কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব চৌধুরীর ২য় দাবিটি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌ বিপদের কারণে জাহাজ ও পরিবহন কোম্পানির যদি কোনো দায়ের সৃষ্টি হয়, তবে ওই দায় থেকে রক্ষার জন্য বিমা করা হলে তাকে নৌ-দায় বিমা বলে।

খ জেটিশনের ফলে আংশিক সামুদ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়।

জাহাজ বা জাহাজস্থিত পণ্যকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য পরিবহনকৃত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকেই জেটিসন বলে। এরূপ পণ্য নিক্ষেপণের উদ্দেশ্য হলো জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপের ফলে আংশিক সামগ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়। বিমাকারী আনুপাতিক হারে এ ক্ষতি পূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব চৌধুরী যে ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন তা ভাসমান বিমাপত্র।

যে বিমাপত্রের অধীনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই মালিকের একাধিক জাহাজ, পণ্য ও মাসুলের ক্ষতির বিপক্ষে বিমা করা হয় তাকে ভাসমান নৌ বিমাপত্র বলে। যদি এ সময়ের মধ্যে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতি হয় তাহলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে।

উদ্দীপকে জনাব চৌধুরী তার পাঁচটি জাহাজকে একই বিমাপত্রের অধীনে ০১-০১-২০১৭ থেকে ৩১-১২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ড় বিমা করেন। বিমাকৃত জাহাজের বর্তমান অবস্থা, মাল ও বাজারমূল্য বিবেচনায় এনে প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে জাহাজের কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে। একই বিমাপত্রের আওতায় পাঁচটি জাহাজ বিমা করেছেন বলে জনাব চৌধুরী ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব চৌধুরীর ২য় দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা যৌক্তিক হয়েছে।

বিমাকৃত জাহাজের বা মালামালের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে বিমাকারী চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ করে। সেক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পত্তির যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তার মালিক হয় বিমা কোম্পানি– এটিই স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি।

উদ্দীপকে জনাব চৌধুরী তার পাঁচটি জাহাজের জন্য ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি তার একটি জাহাজ ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ড় হয়ে ডুবে যায়। বিমা কোম্পানির নিকট জনাব চৌধুরী ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পূরণ করে। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানি ডুবে যাওয়া জাহাজটি উদ্ধার করে ২৫ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে। জনাব চৌধুরী উদ্ধারকৃত জাহাজের বিক্রয়মূল্য দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে।

স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুযায়ী উদ্দীপকে ক্ষতিগ্রস্ড় জাহাজ থেকে যে পরিমাণ মূল্য উদ্ধার করা যায় তার মালিক বিমাকারী। তাই জনাব চৌধুরীকে বিমা দাবি পরিশোধের পর উদ্ধারকৃত জাহাজের মালিক হলো চিরন্ড়ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। উদ্ধারকৃত জাহাজের বিক্রয়মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা বিমা কোম্পানি পাবে। সুতরাং, বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব চৌধুরীর ২য় দাবিটি প্রত্যাখ্যান যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ সিয়াম কোম্পানি লি. ৫০ কোটি টাকা মূল্যের একটি জাহাজ, 'ক' ও 'খ' দুটি বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করে। 'খ' বিমা কোম্পানিটি আবার 'গ' বিমা কোম্পানির কাছে সিয়াম কোম্পানি লি. এর জাহাজের অংশবিশেষ বিমা করে। জাহাজটি অন্য একটি জাহাজের সাথে ধাক্কা লেগে ক্ষতিগ্রস্ড় হয় এবং মেরামত করতে ১২ কোটি টাকা খরচ হয়, যা 'ক' ও 'খ' বিমা কোম্পানি সিয়াম কোম্পানিকে পরিশোধ করে।

[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]

ক. নৌ বিপদ কী? ১

খ. নৌ বিমার ব্যক্ত ও অব্যক্ত শর্তগুলো উলে-খ করো। ২

গ. সিয়াম কোম্পানি লি. কোন ধরনের বিমা চুক্তি সম্পাদন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'খ' বিমা কোম্পানিটি, 'গ' বিমা কোম্পানির কাছে সিয়াম কোম্পানি লি.-এর জাহাজের অংশবিশেষ বিমা করার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রপথে যেসব বিপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থিত পণ্য ও মাসুলের ক্ষতি হয় তাকে নৌ বিপদ বলে।

খ নৌবিমা চুক্তিতে অবশ্য পালনীয় কিছু শর্ত থাকে। এ শর্তাবলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. ব্যক্ত বা প্রকাশিত শর্তাবলি, ২. অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত শর্তাবলি।

নৌ বিমাচুক্তির ব্যক্ত শর্তাবলি হলো যাত্রার নিরাপদ সময়, যাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখ, গন্ড়ব্যস্থল ও পৌঁছানোর তারিখ, বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা ইত্যাদি। অন্যদিকে নৌ বিমার অব্যক্ত শর্তাগুলো হলো: যাত্রার বৈধতা, জাহাজের সমুদ্র চলাচল যোগ্যতা, অবিলম্বে যাত্রা, যাত্রাপথ পরিবর্তন না করা প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে সিয়াম কোম্পানি লি. বৃহৎ ঝুঁকির বিমাপত্র চুক্তি সম্পাদন করেছে।

একাধিক বিমা কোম্পানি একত্রে মিলিত হয়ে বৃহৎ অঙ্কের নৌ বিমার দায়িত্ব নিলে তাকে বৃহৎ ঝুঁকির নৌ বিমাপত্র বলে। এ ধরনের বিমাচুক্তির সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব একাধিক কোম্পানি ভাগ করে নেয়।

উদ্দীপকে সিয়াম কোম্পানি লি. ৫০ কোটি টাকা মূল্যের একটি জাহাজ ক ও খ নামক দুটি বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করে। যাত্রাপথে জাহাজটি ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় উক্ত ক্ষতি ক ও খ কোম্পানি তার দায়িত্ব ভাগ করে নেয়, এতে বিমা কোম্পানির ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ঝুঁকি হ্রাস পায়। ফলে অন্য জাহাজের সাথে ধাক্কা লাগার কারণে ১২ কোটি টাকার যে ক্ষতি হয়েছে তা ক ও খ উভয় কোম্পানি মিলে

পরিশোধ করবে। সুতরাং বলা যায়, সিয়াম কোম্পানি তাদের জাহাজের জন্য বৃহৎ ঝুঁকি বিমাপত্র গ্রহণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে খ বিমা কোম্পানিটি গ বিমা কোম্পানির কাছে সিয়াম কোম্পানি লি. এর জাহাজের অংশ বিশেষ বিমা করা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

বিমাকারী প্রতিষ্ঠান যখন বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ অংশ বা অংশ বিশেষ তৃতীয় কোনো বিমাকারীর কাছে বিমা করে তখন তাকে পুনঃবিমা চুক্তি বলে। অধিক ঝুঁকির বিমাপত্রে পুনঃবিমা করা হয়।

উদ্দীপকে সিয়াম কোম্পানি লি. ৫০ কোটি টাকা মূল্যের একটি জাহাজ ক ও খ নামক দুটি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করে। বৃহৎ অঙ্কের ঝুঁকির ক্ষেত্রে সাধারণত এ ধরনের বিমা করা হয়। উদ্দীপকে খ কোম্পানি আবার গ বিমা কোম্পানির কাছে উক্ত জাহাজের অংশবিশেষ বিমা করে, যা পুনঃবিমা চুক্তির আওতাভুক্ত।

সাধারণত, এ ধরনের বিমাচুক্তির মাধ্যমে ঝুঁকির পরিমাণ কমানো হয়। উদ্দীপকে সিয়াম লি. কোম্পানির জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ড় হলে তার ক্ষতিপূরণের যতটুকু খ কোম্পানিকে পরিশোধ করতে হবে; পুনঃবিমা করার কারণে এক্ষেত্রে খ কোম্পানি গ কোম্পানি, থেকে ক্ষতিপূরণ পাবে। এতে খ বিমা কোম্পানির ক্ষতিপূরণের ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে খ বিমা কোম্পানি গ বিমা কোম্পানির কাছে জাহাজের অংশবিশেষ বিমা করার সিদ্ধান্ড় যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶১৯ জনাব নাসিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি সমুদ্র পথে জাপান থেকে টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আমদানি করেন। তিনি সমুদ্রপথে সৃষ্ট বিভিন্ন ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমা কোম্পানি তাকে সমুদ্র পথে পণ্যের ক্ষতি হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেন।

[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]

ক. নৌ বিপদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? ১

খ. উন্মুক্ত বিমাপত্র কেন খোলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব নাসিম কোন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব নাসিম এর উক্ত বিমাপত্র গ্রহণ করার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌ বিপদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

সহায়ক তথ্য

যথা: ১. প্রাকৃতিক বিপদ ২. অপ্রাকৃতিক বিপদ।

খ প্রতিবার শিপমেন্টে বিমাপত্র ইস্যুর ঝামেলা এড়ানোর জন্য উন্মুক্ত বিমাপত্র খোলা হয়।

এ বিমাপত্র গ্রহণ করলে নৌপথে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের প্রতি শিপমেন্টে বিমাপত্র গ্রহণ করতে হয় না। একবার বিমাপত্র ইস্যু করা হলে তা আর পুনরায় নবায়নের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত, বিশ্বস্ড় ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য বিমা কোম্পানি এই ধরনের বিমাপত্র ইস্যু করে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব নাসিম নৌবিমার আওতাধীন পণ্য বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

সমুদ্রপথে জাহাজবাহিত পণ্যের ক্ষতি আর্থিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য পণ্য বিমা করা হয়। এ বিমার আওতায় চুক্তি অনুযায়ী পণ্যের ক্ষতিপূরণ করা হয়।

উদ্দীপকে নাসিম একজন ব্যবসয়ী। তিনি সমুদ্রপথে জাপান থেকে টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, মোটর সাইকেলসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস সামগ্রী আমদানি করেন। কিন্তু নৌপথে সৃষ্ট ঝুঁকি থেকে পণ্যের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় তিনি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। যেহেতু, বিমা কোম্পানি সমুদ্রপথে পণ্যের ক্ষতি হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দিয়েছে। তাই বলা যায়, নাসিমের গৃহীত বিমাপত্র নিঃসন্দেহে একটি পণ্য বিমা।

ঘ উদ্দীপকে জনাব নাসিমের পণ্য বিমাপত্র গ্রহণ করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

সমুদ্রে চলাচলের সময় প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত ঝুঁকি থেকে পণ্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পণ্য বিমা করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব নাসিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি সমুদ্রপথে তার ব্যবসায়ের পণ্যসামগ্রী আমদানি করেন। সমুদ্রপথের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এ বিমাপত্রের আওতায় বিমা কোম্পানি সমুদ্রপথে পরিবহনকালে পণ্যের ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়।

জনাব নাসিম সমুদ্রসৃষ্ট ঝুঁকি থেকে তার পণ্যকে রক্ষা করার জন্যই পণ্যবিমা করেন। মূলত সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আর্থিক ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেশি। তিনি যেহেতু নৌপথেই পণ্য আমদানি করেন সেহেতু নৌবিপদের কারণেই তার ক্ষতি হতে পারে। কেবল পণ্য বিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমেই নৌপথে পরিবহনকৃত পণ্যের ঝুঁকি সর্বনিম্ন করা যায়। কেননা, পণ্য বিমাপত্রের মাধ্যমে বিমা কোম্পানি সমুদ্রপথে পণ্যের ক্ষতি হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। অর্থাৎ নাসিমের পণ্য বিমাপত্র গ্রহণের সিদ্ধান্ড়টি সঠিক এবং যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶২০ কর্ণফুলি শিপিং কর্পোরেশন-এর জাহাজ 'মোহনা' ইতালির ভেনিস সমুদ্রবন্দর হতে চট্টগ্রাম বন্দরের নির্দিষ্ট পথে এক মাসের মধ্যে পৌছবে। এ জন্য পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। পথিমধ্যে নাবিক ভুল করে জাহাজ নিয়ে অন্য পথে ঢুকে পড়ে এবং বরফখন্ডে আঘাত লেগে জাহাজ ডুবে যায়। পদ্মা শিপিং কর্পোরেশন বিমাদাবি আদায়ের আবেদন পেশ করে।

[আবদুল কাদির মোল-া সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. চার্টার পার্টি কী? ১

খ. বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ-বিমা চুক্তির কোন ধরনের শর্ত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'মোহনা' জাহাজের জন্য কোন প্রকৃতির নৌবিমাপত্র গ্রহণ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড জাহাজের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য কি-না? উদ্দীপকের আলোকে উত্তরের যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালামাল বহনের জন্য পুরো জাহাজ বা জাহাজের অংশবিশেষ ভাড়ার জন্য জাহাজ কোম্পানির সাথে যে লিখিত চুক্তি করা হয় তাকে চাটার পার্টি বলে।

খ বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ বিমা চুক্তির ব্যক্ত বা প্রকাশিত শর্ত।

বিমাকৃত সম্পদ ও মালামালের বৈধতা নিয়ে বিমাকারী ঝামেলায় পড়তে পারে। এ জন্য বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত সম্পদের বৈধতার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। এ ধরনের বৈধতা না থাকলে পরবর্তীতে বিমাকারীকে দায়ী করা যায় না।

গ উদ্দীপকে মোহনা জাহাজ নৌ বিমাপত্রের অধীনে যাত্রার বিমাপত্র গ্রহণ করেছে।

যে বিমাপত্রে নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উলে-খ থাকে এবং উলি-খিত নির্দিষ্ট যাত্রাপথে চলাচলের সময় জাহাজস্থ পণ্যের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় তাকে যাত্রার বিমাপত্র বলে। উদ্দীপকে, মোহনা জাহাজ ইতালির ভেনিস সমুদ্রবন্দর হতে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে নির্দিষ্ট পথে এক মাসের মধ্যে পৌছাবে– এ মর্মে উক্ত জাহাজটি পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে বিমাকৃত জাহাজের নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উলে-খ রয়েছে। নির্দিষ্ট যাত্রাপথ অনুসরণ না করলে উক্ত জাহাজের সংঘটিত ক্ষতিপূরণের দায়ভার পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি নেবে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মোহনা জাহাজ যাত্রা বিমাপত্র গ্রহণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড জাহাজের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয় বলে আমি মনে করি।

যাত্রাপথ পরিবর্তন না করা নৌ বিমাচুক্তির একটি অপ্রকাশিত শর্ত। যাত্রা বিমাপত্রের আওতাভুক্ত জাহাজকে অবশ্যই বিমাচুক্তিতে উলি-খিত নির্দিষ্ট যাত্রাপথে পণ্য নিতে হবে।

উদ্দীপকে মোহনা জাহাজ নৌবিমা পত্রের আওতায় যাত্রা বিমাপত্র গ্রহণ করেছে। বিমাচুক্তিতে উলে-খ আছে জাহাজটি ইতালির ভেনিস সমুদ্রবন্দর হতে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌছাবে। পথিমধ্যে নাবিক ভুল করে অন্যপথে জাহাজ নিয়ে ঢুকে পড়ে এবং বরফের খন্ডে আঘাত লেগে জাহাজটি ডুবে যায়।

উদ্দীপকে মোহনা জাহাজের নাবিক ভুল করে হলেও নৌ বিমাচুক্তির অপ্রকাশিত শর্ত ভঙ্গ করেছে। এ কারণে বিমা কোম্পানি এর দায়ভার গ্রহণ করবে না। কারণ সমুদ্রগামী জাহাজ যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া যাত্রাপথ পরিবর্তন করলে বিমাচুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। তাই পদ্মা লিমিটেড কোম্পানি মোহনা জাহাজের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য নয়– উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২১ আলম জাহাজ কোম্পানির ৫টি জাহাজ আছে। তারা সবগুলো জাহাজকে একটি বিমার আওতায় রেখে 'অজন্ড্র বিমা কোম্পানি' এর সাথে ৫ বছরের জন্য একটি চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজ কোম্পানি প্রতিটি জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করবে। সম্প্রতি একিট জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করে এবং জাহাজটি যাত্রাপথে অচল হয়ে পড়ে। তদন্ড়ে প্রমাণিত হয়, যাত্রার সময়েই জাহাজটি সমুদ্রে চলাচলের যোগ্যতা ছিল না। জাহাজ কোম্পানি বিমা দাবি উপস্থাপন করে। বিমা কোম্পানি দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. প্রিমিয়াম কী? ১
খ. বিমা চুক্তিকে কেন ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়? ২
গ. আলম জাহাজ কোম্পানির বিমাপত্রটি কোন ধরনের? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. অব্যক্ত শর্তের আলোকে বিমা কোম্পানি দাবি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তিতে বিমাগ্রহীতার ঝুঁকি গ্রহণের জন্য বিমাকারীকে প্রদত্ত অর্থই হলো প্রিমিয়াম।

খ ক্ষতিপূরণ করাই বিমা চুক্তির মূল্য উদ্দেশ্য বিধায় একে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিমাচুক্তি করা হয়। এ চুক্তি অনুসারে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। যেহেতু, ক্ষতি রক্ষার্থে এ চুক্তি সম্পাদন করা হয়, তাই একে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে আলম কোম্পানির বিমাপত্রটি হলো ভাসমান বা ছাউনি বিমাপত্র।

ভাসমান বিমাপত্র হলো একই মালিক বা প্রতিষ্ঠানের একাধিক জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা। এরূপ বিমাপত্রে কখন কোন জাহাজ কোথায় ছেড়ে যাচ্ছে এতকিছু বিমাপত্রে উলে-খ করতে হয় না। শুধু জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার সময় এ মর্মে ঘোষণা দিলেই হয়।

উদ্দীপকে আলম কোম্পানি তাদের ৫টি জাহাজকে একই বিমাচুক্তির আওতায় ৫ বছরের জন্য বিমা করে, চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করবে। অর্থাৎ আলম কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি ভাসমান বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যের আওতাধীন। তাই বলা যায়, আলম কোম্পানির গৃহীত বিমাপত্রটি হলো একটি ভাসমান বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে অব্যক্ত শর্তাবলি ভঙ্গ করার কারণে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমাদাবি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

লিখিতভাবে প্রকাশ হয়নি অথচ আইন অনুযায়ী পালনীয়, এমন শর্তই হলো অব্যক্ত শর্ত। এরূপ শর্ত ভঙ্গ হলে ক্ষতিগ্রস্ড় পক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা, জাহাজের সমুদ্র চলাচল যোগ্যতা, যাত্রার বৈধতা প্রভৃতি হলো নৌবিমা চুক্তির অব্যক্ত শর্তাবলীর অন্ড়র্ভুক্ত।

উদ্দীপকে আলম কোম্পানি তাদের ৫টি জাহাজকে একটি বিমাপত্রের অধীনে ৫ বছরের জন্য ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেছে। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজের যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করা হবে। সম্প্রতি একটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ড় হলে বিমা কোম্পানি তদন্ড় করে জানতে পারে ঐ জাহাজটির সমুদ্রে চলাচল যোগ্যতা ছিলো না।

সাধারণত নৌবিমা চুক্তিতে ধরে নেওয়া হয় বিমাকৃত জাহাজটির সমুদ্রে চলাচল যোগ্যতা রয়েছে। এরূপ যোগ্যতা বলতে জাহাজটির যান্ত্রিক ও কারিগরি যোগ্যতা এবং চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয়ের উপস্থিতিকে বোঝায়। উদ্দীপকে আলম কোম্পানির জাহাজটির সমুদ্র চলাচল যোগ্যতা ছিল না। এর মাধ্যমে বিমা চুক্তির অব্যক্ত শর্তের ভঙ্গ হয়েছে। তাই বিমা কোম্পানির বিমা দাবি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২২ সমুদ্রে চলাচলের নানা বিপদের কথা মাথায় রেখে একটি জাহাজ কোম্পানি তাদের একটি জাহাজের জন্য ধাক্কাজনিত বিপদের জন্য বিমা করেছিল। মাঝ সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠলে তা ডোবার উপক্রম হলে ক্যাপ্টেন জাহাজের কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। ঝড় থেমে গেলে নিমজ্জমান জাহাজটি একটি পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এতে মালামালের কোনো ক্ষতি না হলেও জাহাজটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ বরাবর ক্ষতির আবেদন করলে কোম্পানি পণ্যের ক্ষতিপূরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. চালানি রসিদ কী? ১
খ. গচ্চা ও ত্যাগস্বীকারের ক্ষতির প্রকৃতি কি একই? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক পণ্যের কোনো ক্ষতিপূরণ না করাটা কতটুকু যৌক্তিক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ক্ষতি সংঘটিত হলে কীভাবে জাহাজের মালিক ক্ষতিপূরণের আবেদন করবে তার বিস্ড়রিত বিবরণ দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাহাজে মাল বোঝাইয়ের পর জাহাজের কাপ্তান মালামালের বিবরণ সংবলিত যে পত্র প্রদান করে তাই চালানি রসিদ।

খ গচ্চা ও ত্যাগস্বীকার উভয়ই সাধারণ আংশিক ক্ষতির আওতাভুক্ত।

সামুদ্রিক কোনো বিপদের হাত থেকে জাহাজ ও মালামাল রক্ষা করার জন্য জাহাজের মালামাল আংশিক নিক্ষেপ করা হলে তাকে ত্যাগস্বীকার বলে। অন্যদিকে বিমাকৃত জাহাজ বা পণ্য বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত যে ব্যয় হয় তাই গচ্চা। সমুদ্র যাত্রাকালে সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ত্যাগ স্বীকার ও গচ্চা দিতে হয় বলে উভয়ই সাধারণ আংশিক ক্ষতির অন্ড়র্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক পণ্যের ক্ষতিপূরণ না করাটা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্যের ওপর যে বিমাচুক্তি সম্পাদিত হয় তাই পণ্যবিমা। জাহাজে বোঝাইকৃত পণ্যের কোনো ক্ষতি হলে এ বিমার আওতায় ক্ষতিপূরণ করা হয়।

উদ্দীপকে একটি জাহাজ কোম্পানি সমুদ্রে চলাকালে নানা বিপদের কথা চিন্ড়া করে ধাক্কাজনিত বিপদের জন্য বিমা করেছিল। মাঝপথে হঠাৎ ঝড় উঠলে জাহাজকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কাপ্তান কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। সাধারণত, পণ্য নিক্ষেপণের কারণে সংঘটিত ক্ষতিকে সাধারণ গড় আংশিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাহাজে বাহিত সকল পণ্য বিমা করা থাকলে বিমাকারী আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে, তবে উদ্দীপকে জাহাজের পণ্যের কোনো বিমা করা হয়নি বিধায় যৌক্তিকভাবেই বিমা কোম্পানি পণ্যের কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না।

ঘ উদ্দীপকে সংঘটিত ক্ষতির জন্য জাহাজের মালিক নৌ বিমার দাবি আদায় পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের আবেদন করবে।

নৌবিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা দাবি আদায়ের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করলে বিমাকারী বিমাদাবি পরিশোধ করে। নৌ বিমার ক্ষেত্রে

সামগ্রিক বা আংশিক ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমা দাবি আদায়ের জন্য এ আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়।

উদ্দীপকে একটি জাহাজ কোম্পানি তাদের একটি জাহাজের ধাক্কাজনিত বিপদের জন্য বিমা করেছে। একটি পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে জাহাজের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়েছে। এজন্য জাহাজের মালিক ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য নৌ বিমা দাবি পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। সর্বপ্রথম তিনি বিমা কোম্পানির কাছে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবেন। বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে বিমা কোম্পানি দুর্ঘটনা ও ক্ষতির তদন্ড় করবে।

সুষ্ঠু তদন্ড়ের পর যদি বিমাপত্রে উলি-খিত যুক্তিসঙ্গত কারণে ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে, তবে বিমাকারী জাহাজের মালিককে বিমাসংক্রান্ড় প্রয়োজনীয় দলিলাদি জমা দেয়ার নির্দেশ দেবে। জাহাজের মালিক বিমাপত্র, চালানি রসিদ, চালান, জরিপকারীর প্রতিবেদন, প্রতিবাদ নোটিশ, পরিত্যাগ নোটিশ প্রভৃতি বিমাকারীর নিকট পেশ করবে। সকল দলিলপত্র বিবেচনা করে বিমাকারী জাহাজ মালিকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে। এ সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনের মাধ্যমে উদ্দীপকের জাহাজের মালিক ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করবে।

প্রশ্ন ▶২৩ একটি জাহাজে ২২ মার্চ ২০১৭ চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে সিঙ্গাপুর বন্দরে যাবে বলে নৌ বিমার চুক্তিপত্রে উলে-খ ছিল। কিন্তু জাহাজ কোম্পানির গাফিলতির কারণে জাহাজটি ২৩ মার্চ যাত্রা শুর“ করে। পরবর্তীতে জাহাজের ক্যাপ্টেন নিজের ইচ্ছানুসারে যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। একসময় সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ড় হয় এবং বিমা কোম্পানির নিকট বিমাদাবি পেশ করে। *[কুমিল-া ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

ক. নৌ বিপদ কী? ১

খ. 'জেটিশন' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত জাহাজটি কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত জাহাজটি ক্ষতিপূরণ পাবে বলে তুমি কী মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রপথে যেসকল বিপদ-আপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থিত পণ্য ও মাসুলের ক্ষতি হয় তাদেরকে নৌ বিপদ বলে।

খ জাহাজ ও জাহাজস্থিত পণ্যকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য পরিবহনকৃত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকেই জেটিশন বা পণ্য নিক্ষেপণ বলে।

জেটিসনের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলায় আংশিক সামগ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়। বিমাকারী আনুপাতিক হারে এ ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত জাহাজটি মিশ্র বিমাপত্র গ্রহণ করেছিল।

যে বিমাপত্রে সুনির্দিষ্ট যাত্রার কথা উলে-খের পাশাপাশি সময়েরও উলে-খ থাকে তাকে মিশ্র বিমাপত্র বলে। যাত্রা ও সময় বিমাপত্রের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্যই মিশ্র বিমাপত্রের আবির্ভাব হয়েছে।

উদ্দীপকে একটি জাহাজ ২২ মার্চ ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে সিঙ্গাপুর বন্দরে যাওয়ার কথা ছিল। অর্থাৎ নৌ বিমা চুক্তিপত্রে নির্দিষ্ট যাত্রাপথ ও সময়ের উলে-খ ছিল। তাই জাহাজটি বিমা কোম্পানির সাথে মিশ্র বিমাচুক্তি সম্পন্ন করেছে। জাহাজটি উলি-খিত তারিখের মধ্যে সিঙ্গাপুর বন্দরে পৌঁছালে এবং এ সময়ের মধ্যে কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী তা পূরণ করবে। আবার, নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উলে-খ থাকায় জাহাজটিকে ওই যাত্রাপথেই চলাচল করতে হবে। তাই, সময় ও যাত্রাপথের নির্দিষ্ট উলে-খ থাকায় বলা যায় উদ্দীপকের জাহাজটি মিশ্র বিমাপত্র গ্রহণ করেছিল।

ঘ উদ্দীপকের জাহাজটি বিমা কোম্পানি হতে ক্ষতিপূরণ পাবে না বলে –আমি মনে করি।

নৌ বিমা একটি লিখিত ও আনুষ্ঠানিক চুক্তি। চুক্তিপত্রে উলি-খিত শর্তসমূহ বিমাপত্রের জন্য ব্যক্ত শর্তাবলি। এ সকল শর্ত ভঙ্গের কারণে বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।

উদ্দীপকে জাহাজটি একটি মিশ্র নৌ বিমাপত্রের অধীনে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তিপত্রে জাহাজটি ২২ মার্চ ২০১৭ বন্দর ছেড়ে যাওয়ার কথা উলে-খ রয়েছে। আবার, চুক্তিপত্রে নির্দিষ্ট যাত্রাপথেরও উলে-খ রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী এটি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সিঙ্গাপুর বন্দরে ছেড়ে যাওয়ার কথা। জাহাজ কোম্পানির গাফিলতির কারণে এটি ২৩ মার্চ যাত্রা শুর“ করে। অন্যদিকে, জাহাজের ক্যাপ্টেন পথিমধ্যে ইচ্ছা করে যাত্রাপথ পরিবর্তন করে।

বিমাপত্রে উলি-খিত সমুদ্র যাত্রার তারিখ ও যাত্রাপথ বিমাপত্রের একটি লিখিত শর্ত। অর্থাৎ, যাত্রার তারিখ উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয় এবং তা চুক্তিপত্রে লিখিত থাকে। এ শর্ত ভঙ্গ হলে বিমাকারী বিমাদাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার রাখে। উদ্দীপকে জাহাজটি নিজেদের গাফিলতির কারণে একদিন দেরি করে যাত্রা শুর“ করেছে। আবার, যাত্রাপথে জাহাজের ক্যাপ্টেন ইচ্ছা করে পথ পরিবর্তন করেন। চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করার কারণে জাহাজ কোম্পানি বিমাকারী হতে কোনো ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

প্রশ্ন ▶২৪ মি. জাবেদ একজন গাড়ির ব্যবসায়ী। চীন থেকে গাড়ি আমদানি করে স্থানীয় মার্কেটে বিক্রয় করেন। গত জুলাই মাসে এভাবে ১০০টি গাড়ি নিয়ে আসার সময় বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়লে কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। আগেই তিনি ঝুঁকি হ্রাসের জন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে ২০ কোটি টাকার একটি বিমা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে সর্বোচ্চ প্রিমিয়াম প্রদান করেছিলেন। ক্ষতির মূল্য নির্ধারণ করে জানা গেল মোট ৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তিনি আশাবাদী বিমা কোম্পানির নিকট থেকে পুরোটাই ক্ষতিপূরণ পাবেন। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বিমা কী? ১

খ. বিমাচুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত ক্ষতিটি কোন ধরনের ক্ষতি? আলোচনা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর মি. জাবেদ বিমা কোম্পানির কাছ থেকে পুরো টাকা আদায় করতে পারবে? তোমার মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্পণ করে।

খ বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষ সম্ভাব্য সকল তথ্য একে অন্যকে প্রদানে বাধ্য থাকে বিধায় বিমার এ চুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

বিমাচুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আর এ কারণে চুক্তিবদ্ধ প্রত্যেকে একে অপরের কাছে সঠিক তথ্য প্রকাশ করে। কোনো পক্ষ যদি সঠিক তথ্য প্রদান না করে তবে বিমাচুক্তি বাতিল হতে পারে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত ক্ষতিটিকে মালের বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলা যায়।

আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা বা বিপদের কারণে জাহাজস্থ মালামালের কোনো অংশের ক্ষতি হলে তাকে মালের বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলে। এক্ষেত্রে বিমাকারী যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তার মেরামত খরচ বিমা দাবি হিসেবে প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. জাবেদ একজন গাড়ি ব্যবসায়ী। তিনি চীন থেকে গাড়ি আমদানি করে স্থানীয় মার্কেটে বিক্রি করেন। গত জুলাই মাসে ১০০টি গাড়ি নিয়ে আসার সময় গাড়ি বহনকৃত জাহাজ বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে। এতে তার কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। উক্ত গাড়িগুলো তিনি বিমা করে রেখেছিলেন বিধায় গাড়ির মেরামত খরচ ৩০ লক্ষ টাকা তিনি বিমাকারী প্রতিষ্ঠান হতে পাবেন বলে আশা করা যায়। তাই মি. জাবেদের জাহাজের ১০০টি গাড়ির মধ্যে কিছু গাড়ির ক্ষতি হয়েছে বিধায় একে মালের আংশিক ক্ষতি বলা যায়।

ঘ মি. জাবেদ বিমা কোম্পানির নিকট হতে পুরো টাকা আদায় করতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

সাধারণত সামুদ্রিক বিপদের কারণে জাহাজস্থ মালামালের আংশিক ক্ষতি হলে তাকে মালের বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলা হয়। উদ্দীপকে মি. জাবেদ একজন গাড়ি ব্যবসায়ী। তিনি চীন থেকে ১০০টি গাড়ি আমদানির সময় বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে তার কিছু গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। হিসাব করে দেখা গেল তার ৩০,০০,০০০ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ক্ষতি তিনি বিমাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে পাবেন বলে আশা করছেন।

সাধারণত মালের বিশেষ আংশিক ক্ষতি হলে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত ক্ষতিগ্রস্ড় পণ্যের মেরামত খরচ প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকে মি. জাবেদ তার ১০০টি গাড়ি বহনকৃত জাহাজের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ২০ কোটি টাকার বিমা করেন এবং এজন্য বিমা কোম্পানিকে তিনি উচ্চ হারে প্রিমিয়াম প্রদান করেন। বিমাচুক্তির আওতাভুক্ত হওয়ায় তিনি যৌক্তিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ড় গাড়ির মেরামত খরচ বাবদ ৩০ লক্ষ টাকা বিমাকারী প্রতিষ্ঠান হতে পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ২৫ মিলন লিমিটেডের বহনকৃত পণ্যের দুটি জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। এতে ১ম জাহাজের পণ্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ২য় জাহাজটি ঘূর্ণিঝড়ের ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে জাহাজের ক্যাপটেন এ বিপদ কাটিয়ে ওঠার জন্য এক-তৃতীয়াংশ পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেয়। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. যুগ্ম বিমাপত্র কী? ১

খ. বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ বিমা চুক্তির কোন ধরনের শর্ত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ১ম জাহাজটিতে কোন ধরনের সামুদ্রিক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ২য় জাহাজের ক্যাপটেনের এরূপ কাজ করার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমা ব্যবস্থায় একই বিমা পলিসির আওতার একাধিক ব্যক্তির জীবনকে বিমা করা হয় তাকে যৌথ বিমা বা যুগ্ম বিমা বলে।

খ বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ বিমাচুক্তির ব্যক্ত বা প্রকাশিত শর্ত।

বিমাকৃত সম্পদ ও মালামাল নিয়ে যাতে বিমাকারীকে ঝামেলায় পড়তে না হয় সেজন্য বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত সম্পদের বৈধতার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। এ ধরনের বৈধতা না থাকলে পরবর্তীতে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে দায়ী করতে পারে না।

গ উদ্দীপকের ১ম জাহাজটিতে প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে।

পণ্য পরিবহনকালে বিমাকৃত পণ্যের সম্পূর্ণ অংশ ক্ষতিগ্রস্ড় বা নষ্ট হওয়াকেই প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি বলে। এতে বিমাকৃত পণ্য এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হয় যার অবশিষ্ট কোনো অংশই উদ্ধারযোগ্য নয়।

উদ্দীপকে উলি-খিত ১ম জাহাজের প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি হয়েছে। অর্থাৎ, ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে ১ম জাহাজের সম্পূর্ণ অংশই নষ্ট হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার ফলে ১ম জাহাজের অবশিষ্ট কোনো অংশই আর উদ্ধার করা যাবে না। তাই বলা যায়, বিমাকৃত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে উদ্দীপকের ১ম জাহাজটি প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতির আওতাভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় জাহাজের ক্যাপটেনের পণ্য নিক্ষেপণের বিষয়টি যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

জাহাজস্থিত পণ্যকে সামগ্রিক বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বহনকৃত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলে তাকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে। সমুদ্রপথে যাত্রাকালে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য পণ্য নিক্ষেপণ করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে উলি-খিত মিলন লিমিটেডের দুটি জাহাজ সমুদ্রপথে যাত্রাকালে ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। এর মধ্যে প্রথম জাহাজটির পণ্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় জাহাজটি ঝড়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে জাহাজের ক্যাপটেন জাহাজের এক-তৃতীয়াংশ পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। সাধারণত সমুদ্র যাত্রাকালে পণ্য বহনকারী জাহাজ ও জাহাজে রক্ষিত পণ্যসমূহকে বিপদ বা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পণ্য নিক্ষেপণ করা হয়। বিমাকারী আনুপাতিক হারে পণ্য নিক্ষেপণের ক্ষতিপূরণ করে থাকে। উদ্দীপকে দ্বিতীয় জাহাজের ক্যাপটেন ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই উক্ত জাহাজের এক-তৃতীয়াংশ পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, যা একটি যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ড়।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব আদিফ ইরান হতে তেলভর্তি দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আনার জন্য বিমা করেন। চট্টগ্রামে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকায় জাহাজের কাপ্তান চট্টগ্রাম বন্দরে না ভিড়িয়ে মংলা বন্দরে ভিড়ায়। তবে মংলা বন্দরে ভিড়ানোর ২ ঘণ্টা পরই একটি জাহাজ দুর্ঘটনার শিকার হয়। দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি আদিফের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. সাধারণ আংশিক ক্ষতি কী? ১

খ. নৌ বিমার নিরপেক্ষতার শর্তটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত মি. আদিফ যে ধরনের নৌ বিমাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণের অস্বীকৃতি জানানো যৌক্তিক? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্র যাত্রাকালে সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য স্বেচ্ছায় ও যুক্তিসঙ্গতভাবে যে ত্যাগস্বীকার করা হয়, তাই সাধারণ আংশিক ক্ষতি।

খ নিরপেক্ষতার শর্ত হলো নৌ বিমার একটি ব্যক্ত বা প্রকাশিত শর্ত।

নৌ বিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের মালিকানায় নিরপেক্ষতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উলে-খ করতে হয়। এরূপ বিমার ক্ষেত্রে জাহাজ বা পণ্যের নিরপেক্ষতার প্রমাণপত্র চুক্তিতে সংযুক্ত করতে হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আদিফ যাত্রা নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

যে বিমাপত্রে নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উলে-খ থাকে তাকে যাত্রা বিমাপত্র বলে। উলি-খিত নির্দিষ্ট যাত্রাপথে চলার সময় ক্ষতিগ্রস্ড় জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের ক্ষতিপূরণ করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব আদিফ ইরান হতে তেলভর্তি দুটি জাহাজের বিমা করেছেন। তিনি নির্দিষ্ট যাত্রাপথ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরের কথা উলে-খ করেন। ইরান হতে চট্টগ্রাম বন্দরে আসার সময় জাহাজ বা জাহাজস্থিত পণ্যের ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পরিশোধ করবে। নির্দিষ্ট বন্দরে জাহাজ না ভিড়ালে যাত্রা বিমাপথের অধীনে উক্ত জাহাজের মালিক কোনো ক্ষতিপূরণ পাবেন না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জনাব আদিফ যাত্রা বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে অনিবার্য কারণে অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ হওয়ায় বিমা কোম্পানির বিমা দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানানো অযৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি অথচ আইন অনুযায়ী পালনীয় এমন শর্তকে অব্যক্ত শর্ত বলে। এ সকল শর্ত নৌ বিমাপত্রে অন্ড়র্ভুক্ত না হলেও চুক্তি পালনের পক্ষে আবশ্যক।

উদ্দীপকে জনাব আদিফ ইরান হতে তেলভর্তি দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আনার জন্য বিমা করেন। চট্টগ্রামে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকায়

জাহাজের কাপ্তান চট্টগ্রাম বন্দরে না ভিড়িয়ে মংলা বন্দরে ভিড়ায়। মংলা বন্দরে ভিড়ানোর ২ ঘণ্টা পরই একটি জাহাজ দুর্ঘটনার শিকার হয়। বিমাদাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি জাহাজ মালিক আদিফের দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

সমুদ্র যাত্রায় যাত্রাপথ পরিবর্তন করা যাবে না– এটা একটা অব্যক্ত শর্ত। বিমাচুক্তিতে যে সকল বন্দরে জাহাজ ভিড়ানোর কথা উলে-খ থাকে অহেতুক বা বিনা কারণে সে সকল বন্দরে জাহাজ না ভিড়ানো অব্যক্ত শর্তের ভঙ্গ হয়েছে বলে ধরা হয়। তবে অনিবার্য কারণবশত এরূপ করা হলে তাতে অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য করা হয় না। উদ্দীপকে আদিফের চুক্তিভুক্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ না ভিড়িয়ে মংলা বন্দরে ভিড়ায়। তাতে তার একটি জাহাজ দুর্ঘটনার শিকার হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা যেহেতু একটি অনিবার্য কারণ, সেহেতু বিমা কোম্পানির বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান অযৌক্তিক হয়েছে বলা যায়।

প্রশ্ন ▶২৭ চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড ২০১৬ সালে শুধু চট্টগ্রাম-লন্ডন রুটে পণ্য পরিবহনকারী তাদের তিনটি জাহাজ 'পদ্মা' 'মেঘনা' এবং 'যমুনার' 'সীগাল বিমা' কোম্পানির সাথে এক বছর মেয়াদি বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। ২০১৬ সালের জুন মাসে ঝড়ো হাওয়ার কারণে 'মেঘনা' নামের জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে জাহাজটির ক্যাপ্টেন কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করল।

[শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ঢাকা]

ক. নৌ বিপদ কী? ১

খ. নৌবিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'মেঘনা' নামক জাহাজের ক্যাপ্টেনের পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ড় কতটুকু যৌক্তিক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রপথে যেসব বিপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থ পণ্য ও মাশুলের ক্ষতি হয় সেগুলোই নৌবিপদ।

খ নৌবিমা চুক্তিতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতি হলে তা বিমাকারী পূরণ করতে বাধ্য থাকে বিধায় একে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

এ ধরনের বিমা চুক্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে এ মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, সমুদ্রপথে কোনো জাহাজ বা এর সাথে সম্পৃক্ত কোনো স্বার্থের ক্ষতিপূরণে বিমাকারী বাধ্য থাকবে। নৌবিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমার বিষয়বস্তুর ক্ষতিপূরণের দায়ভার বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে বিধায় একে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লি. নৌবিমা যাত্রার বিমাপত্র গ্রহণ করেছে।

যাত্রার বিমাপত্রে মূলত নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উলে-খ থাকে। এই নির্দিষ্ট যাত্রাপথে চলাচলের সময় জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যের কোনো ক্ষতি হলে এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লি. তাদের তিনটি জাহাজ পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার জন্য সিগাল বিমা কোম্পানি হতে নৌবিমাপত্র গ্রহণ করে। অর্থাৎ চট্টগ্রাম-লন্ডন রুটে যাত্রাকালে কোনো ক্ষতি হলে এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতিপূরণ করা হবে। তাই বলা যায়, চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড এর গৃহীত বিমাপত্রটি হলো নৌবিমার যাত্রা বিমাপত্র।

ঘ বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য 'মেঘনা' জাহাজের ক্যাপ্টেনের পণ্য নিক্ষেপণের সিদ্ধান্ড়টি যৌক্তিক বলে আমি মনে করি। সমুদ্রপথে প্রাকৃতিক কোনো বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিপদগ্রস্ড় জাহাজ হতে পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। এরূপ পণ্য নিক্ষেপণকে ত্যাগ স্বীকারও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লি. তাদের তিনটি জাহাজ পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার জন্য এক বছর মেয়াদি একটি যাত্রা নৌবিমাপত্র গ্রহণ করে। ২০১৬ সালের জুন মাসে ঝড়ো হাওয়ায় 'মেঘনা' নামক জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজটিকে হালকা করার জন্য সমুদ্রে কিছু পণ্য নিক্ষেপ করেন।

মূলত জাহাজ যেন ডুবে না যায় তার জন্য জাহাজের ক্যাপ্টেন এ সিদ্ধান্ড় নিয়েছেন। এভাবে কিছু পণ্য সমুদ্রে ফেলে না দিলে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। এতে অত্যাধিক পরিমাণে ক্ষতি হতে পারতো। কিন্তু এখানে কিছু পরিমাণ পণ্য ফেলে দেওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে সামান্য। সুতরাং, সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, জাহাজের ক্যাপ্টেন কর্তৃক পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ড়টি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶২৮ মি. হক একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি ১ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ড় এবং মংলা থেকে টোকিও বন্দর পর্যন্ড় যাত্রার জন্য ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যের জন্য একটি বিমা করেন। জাহাজের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে জাহাজটি নির্ধারিত সময়ের ১০ দিন পর অর্থাৎ ১০ এপ্রিল টোকিওতে পৌঁছে। এতে আমদানিকারক পণ্য গ্রহণ করেনি এবং মি. হক ক্ষতিগ্রস্ড় হন। তিনি বিমাকারীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমাকারী অস্বীকৃতি জানায়। *[এম ই এইচ আরিফ কলেজ, গাজীপুর]*

ক. গচ্চা কী? ১

খ. জলদস্যু সৃষ্ট নৌবিপদ কোন ধরনের বিপদ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের নৌ বিমাটি কোন ধরনের বিমা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন নীতির কারণে উদ্দীপকের বিমাকারী ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়? এর যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামুদ্রিক বিপদের সময় জাহাজকে হালকা করার জন্য মালামাল অন্য জাহাজে তুলে দিয়ে জাহাজটিকে নিরাপদ গন্ড়ব্যে টেনে নেয়ার জন্য কোনো খরচ করা হলে তাকে গচ্চা বলে।

খ জলদস্যু সৃষ্ট নৌ বিপদ নৈতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট নৌ বিপদের অন্ড়র্ভুক্ত।

প্রাকৃতিক কারণ ব্যতীত অন্য যে কোনো কারণে সংঘটিত বিপদসমূহকে নৈতিক বিপদ বলে। আগেরকার দিনে নৌযান চলাচলের সময় জলদস্যুর আক্রমণকে এক ধরনের বড় সামুদ্রিক বিপদ হিসেবে গণ্য করা হতো। জলদস্যুর এ আক্রমণ অনৈতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট বা অপ্রাকৃতিক বিপদের অন্ড়র্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকের নৌ বিমাটি মিশ্র বিমাপত্র।

যে বিমাপত্রে সুনির্দিষ্ট যাত্রার কথা উলে-খ করার পাশাপাশি সময়েরও উলে-খ থাকে তাকে মিশ্র বিমাপত্র বলে। যাত্রা বিমাপত্র ও সময় বিমাপত্রের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য মিশ্র বিমাপত্রের উদ্ভব হয়েছে।

উদ্দীপকের নৌ বিমাপত্রটি মিশ্র বিমাপত্রের আওতাভুক্ত। মি. হক তার জাহাজের জন্য ১০ লক্ষ টাকার একটি পণ্য বিমা করেছেন। এই বিমাপত্রে নির্দিষ্ট যাত্রাপথ মংলা থেকে টোকিও বন্দরের উলে-খ রয়েছে। অন্যদিকে যাত্রার সময়ের উলে-খ রয়েছে ১ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৫ সাল পর্যন্ড়। উলি-খিত বিমাপত্রটিতে যাত্রাপথ ও সময় উভয়ের উলে-খ আছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের নৌবিমাপত্রটি একটি মিশ্র বিমাপত্র।

ঘ আর্থিক ক্ষতিপূরণ নীতির কারণে উদ্দীপকে বিমাকারী ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়, যা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

বিমা ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি। ক্ষতিপূরণ নীতির মূলকথা হলো ঝুঁকি থেকে উদ্ভূত ক্ষতি আর্থিকভাবে পূরণ করে দেওয়া। বিমাচুক্তি অনুযায়ী ক্ষতি সংঘটিত

হলে তা পূরণ করে দেওয়ার জন্য যে নীতি অনুসৃত হয় তা হলো আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি।

উদ্দীপকে মি. হক একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি তার জাহাজের পণ্যের জন্য ১০ লক্ষ টাকার মিশ্র বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যাতে যাত্রার তারিখ ১ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ড় উলে-খ আছে, কিন্তু জাহাজটি যান্ত্রিক ত্র"টির কারণে ১০ দিন পর গন্ড়ব্যে পৌঁছায়। এতে আমদানিকারক পণ্য গ্রহণ করেনি এবং মি. হক ক্ষতিগ্রস্ড় হন। তিনি বিমাকারীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমাকারী বিমাদাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়।

উদ্দীপকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী, বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। এ নীতি অনুযায়ী চুক্তিপত্রে উলি-খিত সময়ের মধ্যে ক্ষতি হলেই কেবল বিমাদাবি পরিশোধ করা হয়। চুক্তিপত্রে কেবল ১ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ সময়ের মধ্যে কোনো ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমাদাবি পরিশোধে বাধ্য থাকত। কিন্তু যান্ত্রিক ত্র"টির কারণে জাহাজটি ১০ দিন পর বন্দরে পৌঁছায়। তাই এতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পরিশোধে বিমাকারী কোম্পানি অস্বীকৃতি জানাতে পারে। চুক্তি বহির্ভূত সময়ের বাইরে ক্ষতি হয়েছে বিধায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ নীতি অনুযায়ী বিমা কোম্পানির ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানানোটা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৯ MV-100 নামের জাহাজটি ঝড়ের কবলে পড়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যায়। জাহাজটির ৭০,০০০ টাকা মূল্যের কিছু অংশ উঠানো যাবে। তবে উঠাতে হলে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। তাই জাহাজটির মালিক মিরাজ সাহেব বিমা কোম্পানিকে একটি নোটিশ পাঠিয়েছে। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১

খ. পণ্য নিক্ষেপণ কোন ধরনের নৌ বিপদ? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. MV-100 জাহাজটির ক্ষতিকে কোন ধরনের ক্ষতি বলা হবে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. মিরাজ সাহেব বিমা কোম্পানিকে কোন নোটিশ পাঠিয়েছে বলে তুমি মনে করো? যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।

খ পণ্য নিক্ষেপণ হলো অপ্রাকৃতিক নৌ বিপদ।

সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা অন্য কোনো কারণে জাহাজকে হালকা করার জন্য পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। পণ্য নিক্ষেপ শুধু জাহাজ ও এর অধিকাংশ মালামালকে বিপদমুক্ত করার প্রয়োজনেই করা হয়ে থাকে, যা মানুষ সৃষ্ট বা অপ্রাকৃতিক বিপদ হিসেবেই দেখা হয়। সামুদ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে পণ্য নিক্ষেপ আংশিক ক্ষতির সৃষ্টি করে।

গ MV-100 জাহাজটির ক্ষতিকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলা হবে।

নৌ বিমার বিষয়বস্তু যদি এমনভাবে বিনষ্ট হয় যার কিছু অংশ উদ্ধার করা যাবে, কিন্তু উদ্ধারকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য এর উদ্ধারকাজে নিয়োজিত খরচের চেয়ে কম হয়, তবে তাকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ড় বিষয়বস্তু উদ্ধার না করে পরিত্যাগ করা হয় এবং বিমাকারীর কাছে নোটিশ পাঠানো হয়।

উদ্দীপকে MV-100 নামক জাহাজটি ঝড়ের কবলে পড়ে সমুদ্রে ডুবে যায়। জাহাজটি উদ্ধার করা যাবে, তবে তার মূল্য হবে ৭০,০০০ টাকা। অন্যদিকে জাহাজটি উদ্ধার করার জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। যেহেতু, উদ্ধারকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য থেকে উদ্ধারকাজের খরচ বেশি, তাই জাহাজটির মালিক জাহাজ পরিত্যাগ করে বিমা কোম্পানিকে একটি পরিত্যাগ নোটিশ পাঠিয়েছেন। এরূপ অবস্থা দৃষ্টে বলা যায়, MV-100 জাহাজটির ক্ষতি হলো উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি।

ঘ মিরাজ সাহেব বিমা কোম্পানিকে পরিত্যাগ নোটিশ পাঠিয়েছেন বলে আমি মনে করি।

উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা বিমার বিষয়বস্তু ত্যাগ করে বিমা কোম্পানিকে বিমা দাবি আদায়ের যে নোটিশ পাঠায় তা হলো পরিত্যাগ নোটিশ। উদ্ধারকৃত বস্তুর মূল্য উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ব্যয় থেকে কম হলে বিমাগ্রহীতা বিমা কোম্পানিকে এ নোটিশ পাঠায়।

উদ্দীপকে MV-100 নামক একটি জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। পরবর্তীতে জাহাজটি উদ্ধার করা যেত যার মূল্য হতো ৭০,০০০ টাকা। কিন্তু উক্ত জাহাজটি উঠাতে খরচ হতো ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তাই জাহাজটির মালিক মিরাজ সাহেব জাহাজটি পরিত্যাগ করে বিমা কোম্পানিকে নোটিশ পাঠান।

সাধারণত উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ড় বিষয়বস্তু উদ্ধার করা যায়। উদ্দীপকে ডুবে যাওয়া MV-100 উদ্ধার করা গেলেও তার উদ্ধার কাজ পরিচালনার খরচ উদ্ধারকৃত জাহাজের মূল্যের চেয়ে বেশি। তাই জাহাজের মালিক মিরাজ সাহেব জাহাজটি না উঠানোর সিদ্ধান্ড় নেন। এর জন্যে তিনি বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি আদায়ের নোটিশস্বরূপ পরিত্যাগ নোটিশ পাঠান।

প্রশ্ন ▶ ৩০ মোহনা নামক একটি জাহাজ পণ্যসমেত সমুদ্রে ঘূর্ণাবর্তে পতিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায় এবং আইনের দৃষ্টিতে তাতে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে ধরে নেয়া হয়। জাহাজ, পণ্য ও মাশুলের বিমা করা থাকায় তারা বিমা কোম্পানির নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে এবং বিমাদাবি প্রমাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দলিলপত্র জমা দেয়। দাবির যথার্থতা প্রমাণিত হলে বিমা কোম্পানি এক ধরনের পত্র লিখিয়ে দেয়। যার ফলে বিমা কোম্পানি হয়তোবা বিশেষ সুবিধা পেতে পারবে।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]

ক. নৌবিমার স্বত্বার্পণ কাকে বলে? ১

খ. সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি কোন নৌ-বিমাপত্রে নির্ণয় করা হয়? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের নৌবিপদের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'এরূপ পত্র পরবর্তীতে জাহাজ সংক্রান্ড় কোনো দাবি আদায়ের সহায়ক হবে' তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন করো? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌবিমার স্বত্বার্পণ বলতে একটি নৌবিমা পলিসিতে স্বত্ব বলবৎ থাকা অবস্থায় বিমাগ্রহীতা কর্তৃক স্বত্ব হস্ড়ান্ড়রকে বোঝায়।

খ মূল্যায়িত নৌবিমাপত্রে সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।

মূল্যায়িত নৌবিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী ঐ সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য পর্যন্ড় বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে। আংশিক ক্ষতি হলে সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি নির্ণয় করতে হয় নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করে :

$$\text{সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি} = \frac{\text{ক্ষতিগ্রস্ড় সম্পত্তির বিমাকৃত মূল্য}}{\text{ক্ষতিগ্রস্ড় সম্পত্তির বাজার মূল্য}} \times ১০০$$

গ উদ্দীপকে প্রাকৃতিক নৌবিপদের কথা বলা হয়েছে।

সমুদ্রেপথে চলাকালীন বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের ক্ষতি হতে পারে, যা প্রাকৃতিক নৌবিপদ নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক নৌবিপদের মধ্যে সামুদ্রিক ঝড় বা ঘূর্ণাবর্ত, সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লাগা, ভাসমান বরফ খন্ডের সাথে ধাক্কা লাগা প্রভৃতিকে বোঝায়।

উদ্দীপকে মোহনা নামক একটি জাহাজ পণ্যসহ সমুদ্রে ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়। সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত এক ধরনের প্রাকৃতিক নৌবিপদ। এ ধরনের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার বিষয়ে মানুষের কোনো হাত থাকে না। আকস্মিকভাবে এরূপ বিপদ ঘটায় সতর্ক হওয়ার পূর্বেই অনেক সময় এ ধরনের বিপদ ঘটে থাকে। বিমাপত্রে উলি-খিত কারণে ক্ষতি হলে বিমাকারী এ ধরনের বিপদের ক্ষতিপূরণ করে থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মোহনা জাহাজটি প্রাকৃতিক নৌবিপদের কবলে পড়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'এরূপ পত্র পরবর্তীতে জাহাজ সংক্রান্ড় কোনো দাবি আদায়ের সহায়তা হবে' এ বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি।
যে নোটিশের মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় উদ্ধারযোগ্য বিষয়বস্তুর স্বার্থ ত্যাগ করে, তাকে পরিত্যাগ নোটিশ বলে।
উদ্দীপকে মোহনা জাহাজ সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তের কবলে পড়ে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায় এবং আইনের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। বিমাদাবি আদায় করতে জাহাজটি বিমা কোম্পানির নিকট দাবি করলে বিমা কোম্পানি পরিত্যাগ নোটিশ লিখিয়ে নেয়।
উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি পরিত্যাগ নোটিশের মাধ্যমে উদ্ধারযোগ্য জাহাজের মালিকানার দাবি নিশ্চিত করে। বিমাদাবি আদায়ের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে একটি অন্যতম হলো পরিত্যাগ নোটিশ। সম্পূর্ণ বিমাদাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে এ নোটিশের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ বিমা কোম্পানি যদি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের কোনো অংশ উদ্ধার করে তবে ঐ অংশ বিমা কোম্পানি লাভ করবে বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং এরূপ পত্র পরবর্তীতে জাহাজ সংক্রান্ড় সম্পূর্ণ বিমাদাবি আদায়ে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৩১ X, Y, Z বিমা কোম্পানি একত্রে পদ্মা শিপইয়ার্ড এর ৩০ কোটি টাকা মূল্যের র‍্যস্ড়ম নামক শিপের সমমূল্যের বিমা করে। র‍্যস্ড়ম সমুদ্রে চলাচলের সময় সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। পদ্মা শিপইয়ার্ড X বিমা কোম্পানির কাছ থেকে বিমার দাবির অর্থ আদায় করে। পরবর্তীতে X কোম্পানির অন্য দুইটি কোম্পানির কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ আদায় করে। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১
খ. বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ-বিমা চুক্তির কোন ধরনের শর্ত? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে পদ্মা শিপইয়ার্ড কোন ধরনের নৌ বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিল তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে X বিমা কোম্পানি অন্য দুইটি বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ২০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ কেন আদায় করে বলে তুমি মনে করো। তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।

খ বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌবিমাচুক্তির ব্যক্ত শর্ত।
বিমাচুক্তি লিখিত হওয়া আবশ্যক বিধায় নৌবিমা চুক্তিতে শর্ত লিখিতভাবে উলে-খ করতে হয়, যা নৌবিমার ব্যক্ত শর্ত নামে পরিচিত। বিমাকৃত সম্পদ যে বৈধ এ বিষয়ে বিমাগ্রহীতাকে অবশ্যই ঘোষণা দিতে হয়। এরূপ ঘোষণা ব্যতীত চুক্তি সম্পাদিত হলে সেজন্য বিমা কোম্পানি দায়ী থাকে। অবৈধ বা বেআইনি পণ্য বহন করা হচ্ছে না, এটা নিশ্চিত করার জন্যই মূলত নৌবিমা চুক্তিতে এ ধরনের শর্ত উলে-খ করা হয়।

গ উদ্দীপকে পদ্মা শিপইয়ার্ড দ্বৈত বিমা চুক্তি করেছে।
দ্বৈত বিমা বলতে কোনো সম্পত্তি একক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা না করে একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করাকে বোঝায়।
উদ্দীপকে পদ্মা শিপইয়ার্ড ৩০ কোটি টাকা মূল্যের র‍্যস্ড়ম নামক শিপের জন্য X, Y, Z কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছে। জাহাজটিকে ৩টি কোম্পানিতেই সমমূল্যে বিমা করা হয়। অর্থাৎ একই সম্পত্তির জন্য সমান মূল্যে তিনটি বিমা কোম্পানি পদ্মা শিপইয়ার্ডের সাথে বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছে। বিমার পরিভাষায় এটি দ্বৈত বিমাচুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং পদ্মা শিপইয়ার্ড দ্বৈত বিমাচুক্তি করেছে।

ঘ উদ্দীপকে 'X' বিমা কোম্পানি আনুপাতিক অংশগ্রহণের নীতি অনুসারে অন্য দুটি বিমা কোম্পানি হতে ২০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করবে বলে আমি মনে করি।
উদ্দীপকে পদ্মা শিপইয়ার্ড র‍্যস্ড়ম নামক শিপটির জন্য X, Y, Z তিনটি বিমা কোম্পানির সাথে সমমূল্যে বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। পরবর্তীতে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজটি ডুবে যায়। পদ্মা শিপইয়ার্ড X কোম্পানির কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিমাদাবির অর্থ আদায় করে। পরবর্তীতে X কোম্পানি অন্য দুইটি কোম্পানির কাছ থেকে আনুপাতিক হারে ২০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে।
পদ্মা শিপইয়ার্ড X, Y, Z কোম্পানির সাথে র‍্যস্ড়ম নামক শিপের জন্য ৩০ কোটি টাকার দ্বৈত বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছে। এক্ষেত্রে, আনুপাতিক অংশগ্রহণের নীতি প্রযোজ্য। দ্বৈত বিমাচুক্তি অনুযায়ী সব বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। আর এ জন্যই X কোম্পানি Y ও Z কোম্পানির কাছ থেকে ২০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে। তাই বলা যায়, আনুপাতিক অংশগ্রহণ নীতির আওতায় X কোম্পানি অন্য দুটি বিমা কোম্পানি হতে বিমা দাবি আদায় করতে পেরেছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৩২ BC যমুনা নামক একটি জাহাজ ১০০ বস্ড়া পণ্য নিয়ে মংলা বন্দর হতে মায়ানমারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুর‍ু করে। যাত্রাপথে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে ৩০ বস্ড়া মালামাল সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটি হালকা করে। *[রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ]*

ক. মূল্যায়িত বিমাপত্র কী? ১
খ. নৌবিমায় অব্যক্ত শর্ত কী? শর্তসমূহ উলে-খ করো। ২
গ. জাহাজ হালকা করার উদ্দেশ্যে পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেয়াকে কী বলা যায়? বিস্ড়রিত বর্ণনা করো। ৩
ঘ. পণ্যের মালিক এক্ষেত্রে কীভাবে লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে বলে তুমি মনে করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চুক্তিকালে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণপূর্বক যে বিমাপত্র গৃহীত হয় তা-ই মূল্যায়িত বিমাপত্র।

খ নৌবিমা চুক্তিতে যেসব শর্ত উহ্য থাকে এবং তা পালন না করলে সাধারণত বিমাচুক্তি বাতিল হয় সেগুলোই নৌবিমার অব্যক্ত শর্ত।
নৌবিমার ক্ষেত্রে অব্যক্ত শর্তাবলিকে চুক্তির নিয়ন্ত্রণকারী শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। নৌবিমা চুক্তির উলে-খযোগ্য অব্যক্ত শর্তসমূহ হলো: জাহাজের সমুদ্রে চলাচলযোগ্যতা, যাত্রার বৈধতা, নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা, যাত্রাপথ পরিবর্তন না করা ইত্যাদি।

গ জাহাজ হালকা করার উদ্দেশ্যে পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়াকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।
অনেক সময় সামুদ্রিক কোনো বিপদের হাত থেকে জাহাজ ও মালামালকে রক্ষা করার জন্য জাহাজ হালকা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে জাহাজের পণ্য বা মালামাল সমুদ্রে ফেলে দেওয়াকেই পণ্য নিক্ষেপণ বলা হয়।
উদ্দীপকে BC নামক একটি জাহাজ ১০০ বস্ড়া পণ্য নিয়ে মংলা বন্দর হতে মায়ানমারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুর‍ু করে। যাত্রাপথে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে ৩০ বস্ড়া মালামাল স্বেচ্ছায় সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, যা পণ্য নিক্ষেপণের অন্ড়র্ভুক্ত। BC জাহাজটিকে রক্ষা করার জন্য পণ্য নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরূপ পণ্য নিক্ষেপণের ক্ষতি বিমাকারী আনুপাতিক হারে পূরণ করে। সুতরাং, উদ্দীপকের পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই হলো পণ্য নিক্ষেপণ।

ঘ উদ্দীপকে পণ্যের মালিক নৌবিমা করার মাধ্যমে লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে বলে আমি মনে করি।
নৌপথে চালিত জাহাজ ও জাহাজস্থ পণ্যের ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার জন্য নৌবিমা চুক্তি করা হয়। অর্থাৎ নৌপথে উলি-খিত কারণে জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের ক্ষতি হলে তা বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।
উদ্দীপকে BC যমুনা নামক একটি জাহাজ ১০০ বস্ড়া পণ্য নিয়ে মংলা বন্দর হতে মায়ানমারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যাত্রাপথে দুর্যোগপূর্ণ

আবহাওয়ার কারণে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। সেক্ষেত্রে জাহাজকে হালকা করার জন্য ৩০ বস্ড় মালামাল সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।

জাহাজকে হালকা করার জন্য পণ্য ফেলে দেওয়াকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে। এরূপ নিক্ষেপণের কারণে বিপদ থেকে মুক্ত পাওয়া পক্ষসমূহ আনুপাতিক হারে ক্ষতিগ্রস্ড় পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেয়। এরূপ ক্ষতির ঝুঁকিও বর্তমানকালে বিমাযোগ্য। ফলে বিমা কোম্পানি গড় হারে ক্ষতিপূরণ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে পণ্যের মালিক যদি নৌবিমার অধীনে পণ্য বিমা করে রাখে তবে তিনি লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ পণ্য বোঝাই এমভি শাকিল নামক জাহাজটি থাইল্যান্ডের ব্যাংকক বন্দরে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে বলে বিমা কোম্পানির সাথে ২০ কোটি টাকার বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে এমভি শাকিল যাত্রা শুর" করল। পথে ঝড়ের কবলে পতিত হলে জাহাজটি রক্ষা করার জন্য আমদানিকারকদের কিছু পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। ফলে জাহাজটি হালকা হলে নিরাপদে বন্দরে পৌঁছাতে আর কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু ফেলে দেওয়া পণ্যের ক্ষতির দায় বহন নিয়ে আমদানিকারকদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

[আহম্মদ উদ্দিন শাহ শিশু নিকেতন স্কুল এন্ড কলেজ, গাইবান্ধা]

ক. নৌ-বিমা কী? ১

খ. নৌ-বিমার স্থলাভিষিক্তকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত ক্ষতিটি কোন ধরনের ক্ষতি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার ফলে সৃষ্ট ক্ষতির ঝুঁকি কে বহন করবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌপথে চালিত জাহাজ, জাহাজস্থ পণ্যের ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে নৌবিমা বলে।

খ স্থলাভিষিক্তকরণ হলো নৌবিমার একটি অন্যতম উপাদান।

নৌবিমার স্থলাভিষিক্তকরণ বলতে বিমাকৃত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের বেলায় যদি সম্পত্তির কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে তার মালিকানা বিমাকারীর হবে, তাই বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'গোল্ডেন' জাহাজটি বিমা করা ছিল এবং তা ডুবে যাওয়ার কারণে বিমা কোম্পানি বিমা দাবির অর্থ পরিশোধ করলো। এখন স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী ডুবস্ড় জাহাজের মালিক হবে বিমা কোম্পানি।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত ক্ষতিটি ত্যাগ স্বীকার নামে পরিচিত, যা সাধারণত আংশিক ক্ষতির অন্ড়র্ভুক্ত।

ত্যাগ স্বীকার বলতে সামুদ্রিক বিপদ হতে বিমাকৃত বিষয়বস্তু রক্ষার উদ্দেশ্যে জাহাজ হালকা করার জন্য মালামাল সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকে বোঝায়। ত্যাগ স্বীকার হলো এক ধরনের সাধারণ আংশিক ক্ষতি।

উদ্দীপকে এমভি শাকিল নামক জাহাজটি থাইল্যান্ডের ব্যাংকক বন্দরে পৌঁছাবে, এই শর্তে বিমা কোম্পানির সাথে ২০ কোটি টাকার বিমাচুক্তি সম্পাদন করে। নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী জাহাজটি ঝড়ের কবলে পড়ে। জাহাজকে হালকা করার জন্য আমদানিকারকদের কিছু পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে জাহাজের পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে, যা ত্যাগ স্বীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এরূপ ত্যাগ স্বীকার সাধারণ আংশিক ক্ষতির অন্ড়র্ভুক্ত। সুতরাং উদ্দীপকে উলি-খিত ক্ষতিটি সাধারণ আংশিক ক্ষতি।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত পণ্য ফেলে দেওয়ার ফলে সৃষ্ট সামুদ্রিক ক্ষতি বিমা কোম্পানি বহন করবে।

নৌপথে জাহাজে পণ্য নিয়ে চলাচলের সময় প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বিপদের কারণে জাহাজ যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তা-ই সামুদ্রিক ক্ষতি। এরূপ ক্ষতির জন্য বিমা করা থাকলে তা পূরণের দায়ভার বিমা কোম্পানির।

উদ্দীপকে পণ্য বোঝাই এমভি শাকিল নামক জাহাজটির জন্য নৌবিমাপত্র গ্রহণ করা হয়। ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজটির রক্ষা করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু পণ্য সমুদ্রে ফেলে দিতে হয়, যা ত্যাগ স্বীকার নামে পরিচিত।

এমভি শাকিল নামক জাহাজটি ত্যাগ স্বীকার করে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। অর্থাৎ এরূপ ত্যাগ জাহাজের সব সম্পদের ওপর আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে। মূলত জাহাজকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই এই ত্যাগ করা হয়েছে। তাই, এরূপ ত্যাগ স্বীকারের দায় বিমা কোম্পানিকেই নিতে হবে। যেহেতু জাহাজটি বিমা করা হয়েছে, তাই সামুদ্রিক যেকোনো ধরনের ক্ষতির দায়ভার বিমা কোম্পানি বহন করবে। তাই বলা যায়, সমুদ্রে পণ্য ফেলে দেওয়ার ফলে সৃষ্ট ক্ষতি বহনের দায়ভার বিমা কোম্পানির বহন করবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ ঈশ্বরদির বিশিষ্ট গম ব্যবসায়ী শফিক ডেনমার্ক থেকে গম আমদানি করেন। ৬ মার্চ, ২০১১ তারিখে নিউইয়র্ক বন্দর থেকে জাহাজটি ছেড়ে আসে। তিনি ৩০ এপ্রিল পর্যন্ড় একটি ৩ কোটি টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ৬ মে, জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ে পড়ে দুর্ঘটনাকবলিত হয়। তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি করেন।

[মেহেরপুর সরকারি কলেজ]

ক. সমর্পণ মূল্য কি? ১

খ. ক্ষতির নিকটতম কারণ কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. শফিক কী ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দুর্ঘটনা দ্বারা সংঘটিত ক্ষতি কি বিমাকারী পূরণ করবে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মেয়াদি জীবন বিমায় মেয়াদপূর্তির পূর্বে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীর নিকট বিমাপত্র সমর্পণ করে যে আর্থিক মূল্য পেয়ে থাকেন তাকে সমর্পণ মূল্য বলে।

খ বিমাচুক্তিতে উলি-খিত যেসব কারণে ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করবে সেসব কারণকে ক্ষতির নিকটতম কারণ বলে।

যদি বিমাপত্রে উলি-খিত কারণে দুর্ঘটনা ঘটে বা তার প্রত্যক্ষ ফলে ক্ষতি হয় তবে তা পূরণে বিমাকারী দায়বদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঝড়ে জাহাজের ক্ষতি হলে বিমাকারী পূরণ করবে বলে চুক্তিপত্রে উলে-খ ছিল। কিন্তু জাহাজটি চরে আটকে গিয়ে তাতে রক্ষিত পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। এখানে নিকটতম কারণে ক্ষতি না হওয়ায় বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়।

গ উদ্দীপকে মি. শফিক সময় বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

যে বিমাপত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ, পণ্য ও মাসুলের ক্ষতির জন্য নৌবিমা করা হয় তাই সময় বিমাপত্র। সাধারণত, ১২ মাস বা তার কম সময়ের জন্য এ ধরনের বিমা গ্রহণ করা হয়।

উদ্দীপকে মি. শফিক একজন গম ব্যবসায়ী। তিনি ডেনমার্ক থেকে গম আমদানি করেন। ৬ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল জন্য একটি সময় বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ উক্ত সময়ের মধ্যে যাত্রা করলে যাত্রাপথে কোনো ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি উক্ত ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে। তাই বলা যায়, মি. শফিকের গৃহীত বিমাপত্রটি সময় নৌ বিমাপত্র।

ঘ বিমাপত্রে উলে-খিত নির্দিষ্ট সময়ের পরে ক্ষতি সংঘটিত হওয়ায় বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করবে।

যে বিমাপত্রে নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ, পণ্য মাসুলের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, তাই সময় বিমাপত্র। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী উক্ত ক্ষতিপূরণে বাধ্য নহে।

উদ্দীপকে মি. শফিক ঈশ্বরদীর একজন গম ব্যবসায়ী। তিনি ডেনমার্ক থেকে গম আমদানি করেন। এ লক্ষ্যে নিউইয়র্ক থেকে ছেড়ে আসা জাহাজের জন্য তিনি ৩০ এপ্রিল পর্যন্ড় ৩ কোটি টাকার সময় বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। ৬ মে জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি করেন।

উদ্দীপকে মি. শফিক বিমাকারী হতে কোনো ক্ষতিপূরণ পাবেন না। কারণ তিনি সময় বিমা করেছেন ৩০ এপ্রিল পর্যন্ড়। কিন্তু জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ড় হয় ৬ মে। বিমাপত্রের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে ক্ষতিগ্রস্ড় হওয়ায় বিমাকারী কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না। তাই এরূপ দূর্ঘটনার কারণে সংঘটিত ক্ষতি বিমাকারী পূরণ করবে না।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ জনাব কবির ঢাকায় একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি নৌ পথে নিয়মিত চীন থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করেন। ঝুঁকি হ্রাসের কথা চিন্ড়া করে তিনি একটি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। আজ পর্যন্ড় পথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং কোন ক্ষতি ছাড়াই তিনি মালামাল পেয়ে যান। *[দর্শনা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা]*

ক. সামগ্রিক ক্ষতি কি? ১

খ. পণ্য নিক্ষেপণ বলত কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব কবির কী ধরনের বিমা চুক্তি সম্পাদন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উলে-খিত ঘটনায় জনাব কবির সাহেব কি প্রিমিয়ামের অর্থ ফেরত পাবেন? যুক্তিসহ তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বুঝিয়ে দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌবিমায় বিমাকৃত বিষয়বস্তু সামুদ্রিক বিপদ দ্বারা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ড় হলে তাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলা হয়।

খ জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যকে বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেয়া হলে তাকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।

এরূপ পণ্য নিক্ষেপণের মূল উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেওয়ায় আংশিক সামগ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়। পণ্য নিক্ষেপণের ক্ষতি বিমাকারী আনুপাতিক হারে পূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকের জনাব কবির নৌবিমা চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

নৌবিমা হচ্ছে এক ধরনের ক্ষতিপূরণের চুক্তি। যে বিমাচুক্তি দ্বারা বিমাকারী নৌপথে সংঘটিত বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি নির্ধারিত নিয়মে বা সীমা পর্যন্ড় পূরণের দায়িত্ব নেয়, তাই নৌবিমা চুক্তি।

উদ্দীপকে জনাব কবির ঢাকার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি নৌপথে নিয়মিত চীন থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করেন। ঝুঁকি হ্রাসের কথা চিন্ড়া করে তিনি একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। অর্থাৎ পণ্য আমদানির সময় যদি কোনো ক্ষতি হয় তবে বিমা কোম্পানি নৌবিমা চুক্তি শর্ত মোতাবেক জনাব কবিরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। তবে এজন্য জনাব কবিরকে নির্ধারিত হারে প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে। তাই বলা যায়, জনাব কবির নৌবিমা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণের দায়ভার বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত ঘটনায় ক্ষতিপূরণের চুক্তি অনুযায়ী জনাব কবির প্রিমিয়ামের অর্থ ফেরত পাবেন না।

বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতির ভার নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে।

উদ্দীপকে জনাব কবির ঢাকার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি নৌপথে চীন হতে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করেন। ঝুঁকি হ্রাসের কথা চিন্ড়া করে তিনি একটি কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছেন। তিনি কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই মালামাল হাতে পেয়ে যান।

সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্ষতিপূরণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিমা করা হয়। এক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্ড় হয় তবে বিমাকারী তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, তবে, তার জন্য বিমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। যদি ক্ষতি হয় তবেই বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ চুক্তির আওতায় ক্ষতির অর্থ বিমাগ্রহীতাকে প্রদান করে। ক্ষতি না হলে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের অর্থ বিমা কোম্পানির লাভ হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে জনাব কবিরের যেহেতু কোনো ক্ষতি হয়নি তাই তিনি প্রিমিয়ামের অর্থ ফেরত পাবেন না।